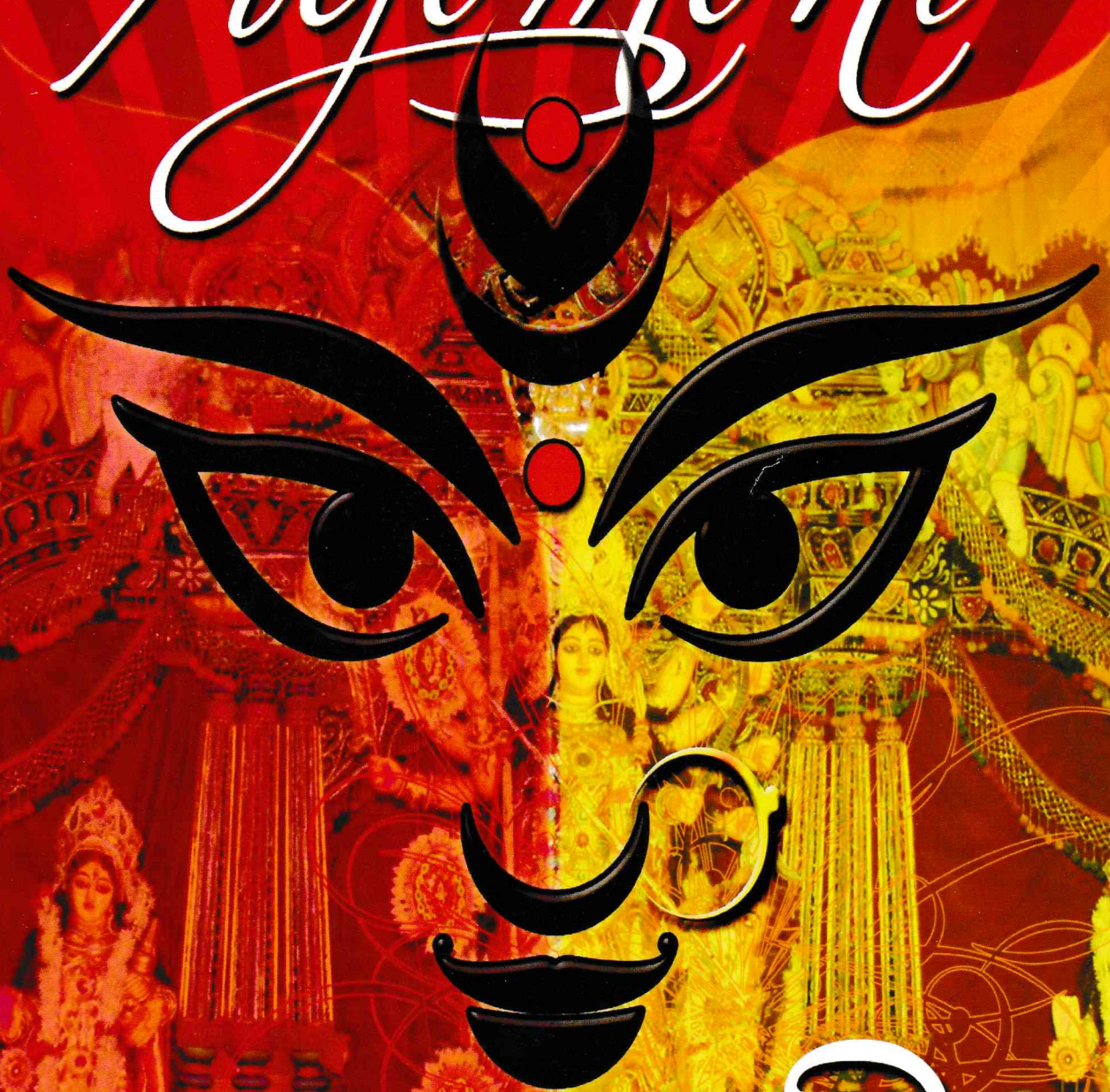


2011
Agamani



ଆଗାମୀ

୧୫୫୫

Durga Puja Schedule 2011

<i>Gregorian Calendar</i>	<i>Bengali Calendar</i>	<i>Timings</i>
<hr/>		
<u>Shasti</u> October 2, 2011 Sunday	15 Aswin 1418	Durga Shasti Puja - 7:30PM
<hr/>		
<u>Saptami</u> October 3, 2011 Monday	16 Aswin 1418	Maha Saptami Puja - 10:00AM Sandhya Arati - 7:00PM
<hr/>		
<u>Ashtami</u> October 4, 2011 Tuesday	17 Aswin 1418	Maha Ashtami Puja - 10:00AM Sandhi Puja - 3:21—4:09PM Sandhya Arati - 7:00PM
<hr/>		
<u>Navami</u> October 5, 2011 Wednesday	18 Aswin 1418	Maha Navami Puja - 10:00AM Hom Yagna - 1:00PM Sandhya Arati - 7:00PM
<hr/>		
<u>Dashami</u> October 6, 2011 Thursday	19 Aswin 1418	Bijoya Dashami Puja - 9:00AM

Table of Contents

Puja Schedule.....	Front Cover-Inside
Message from the President - Sumita Biswas.....	Pg.4
Message from the Puja Chair Person - Asit Dey.....	Pg.4
Editorials - Sunu Das and Neilloy Roy.....	Pg.5
Executive Committee 2010-2011.....	Pg.56
Puja Committee 2011.....	Pg.56

Bengali Writings:

Kichu Hasi Kichu Thatta—Chitta Ghosh.....	Pg.6
Manini—Bibhuti Mandal.....	Pg.12
Manasik Shantir Path—Makhan Bal.....	Pg.15
Sharadia Prarthana—Shruti Mukhopadhaya.....	Pg.19
Tumi—Bibhuti Mandal.....	Pg.20
Puja Paddhati—Makhan Bal.....	Pg.21
Sabuj Bangla—Karabi Roy Chowdhury.....	Pg.26
Annya Kolkata—Arpita Saha.....	Pg.31
Shakti Pujar Sandhane—Makhan Bal.....	Pg.33
Premik Premika—Chitta Ghosh.....	Pg.36
Elora Durga Puja—Ashok Mukhopadhaya.....	Pg.37
Ekti Prabandha—Sunu Das.....	Pg.39

English Writings:

Durga Puja—Srabani Roy Das.....	Pg.43
Darwinian Medicine—Samir Bhattacharya.....	Pg.44
Calling of the Sea —Samir Bhattacharya.....	Pg.50
Moving to North America— Prachi Dey.....	Pg.52

Miscellaneous :

Cover Design by Richard Erlac.....	Front Cover
Sketch by Shurti Mukerji.....	Pg.10
Painting by Ayusha Pandey.....	Pg.12
Drawing by Arnab Mandal.....	Pg.13
Drawing by Abhishek Chakraborty.....	Pg.18
Painting by Shruti Mukerji.....	Pg.20
Photos from 2010 and 2011 Events.....	Pg.29
Drawings by Aninda Saha.....	Pg.31
Drawings by Austin Roy Chowdhury.....	Pg.35 and 41
Painting by Anish Pandey.....	Pg.37
“Did You Know” complied by Ayusha and Anish Pandey....	Pg.53
Bichitra Member Directory.....	Pg.54
Acknowledgments.....	Pg.55
Advertisement Index.....	Pg.57



বিকল্প

Message from the President

Namaskar,

On the occasion of the 32nd. Durga puja celebration by Bichitra-The Bengali Association of Manitoba. Inc. I extend my heartiest welcome and best wishes to you, your family and friends to this year's Sharadiya Durga Puja.

The joy and happiness created in our hearts by observing this sacred festival has engendered a sense of unity amongst all of us. The holy atmosphere created by worshiping Ma Durga and her family during this festival as much we realize that we should not let our minds be covered by the darkness of ignorance and false pride, arrogance, jealousy, anger and ego. We should make an honest effort to light lamp of friendship, kindness and forgiveness. Let us make a resolution to be congenial and helpful to one another and abhor hatred of any kind.

Sharadiya Durga Puja is an occasion for all to join in the festivities of sharing joy, soaking in our rich traditions and culture. Join us and participate in the celebration.

I wish all the members of Bichitra a very happy, healthy, prosperous and successful Durga Puja

Sumita Biswas.
President-Bichitra
Bengali Association of Manitoba. Inc.

Message from the Puja Chair Person

Dear Members, Friends, and Well-Wishers,

On behalf of Bichitra, I would like to welcome you all in our 32nd year Durga Puja. Devi (Goddess) Durga is travelling all the way from Kailsh to earth just to enjoy few days of her vacation with her entire family to her Baper Bari. Her visit to earth opens up the opportunity to enjoy the festive time by exchanging sweets, clothes, and well-wishes. Even though this is a prime festival for Bengalis around the world, Durgotsab (this Festival) has become truly Sarbojonin (for everyone).

I am very glad to be the chairperson of this year's Durga Puja and my vision for this year's Durga Puja is participation from everyone in any way. This will make our enjoyment to the fullest and we will cherish our engagement and contribution to the puja for years after years.

Wish you all "Happy Durga Puja" and Enjoy our Puja.

With Regards,

Asit Dey

দুর্গাপূজা

“আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল পূজোর বাজনা বাজি”-- দুর্গা পূজো সমাগত। শরতের হিমেল হাওয়া, ঝলমলে মিষ্টি রোদ, কাশের বনে হিল্লোল আর শিশির ভেজা ঝরা শিউলির গন্ধ-বাতাস মায়ের আবাহন জানাচ্ছে। দুর্গাপূজো বাঙালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব। মহালয়ার পর দেবীপঙ্কের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত এই পাঁচদিন সারা বাংলা ও বাঙালী উৎসবের আনন্দে মেতে থাকে। কোথাও কয়েক শতাব্দী প্রাচীন বংশ পরম্পরায় চলে আসছে বাড়ীর পূজো, আবার কোথাও অধুনা প্রচলিত সর্বজনীন পূজো। সর্বত্রই সিংহবাহিনী - অসুরনাশিনী - দশপ্রহরণধারিণী - ত্রিনয়নী দুর্গার ভূবনমোহিনী রূপ। দৃষ্টি নন্দন পূজো মন্ডপের অসাধারণ শিল্প-নিপুনতা, চোখ-ধাঁধানো আলোকসজ্জার চমক আর দর্শনাকাজী অগনিত মানুষের ভীড়। এক কথায় হুজুগে বাঙালীর আতিশয্য ও উল্লাসিতার আবেগময় বর্হিপ্রকাশ। এই বাহ্যিক আড়ম্বর সাময়িক ভাবে পূজোর কটা দিন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি ভুলিয়ে দেয়। মনটা প্রফুল্ল থাকে। পূজোয় আধ্যাত্মিক দিকও আছে। সন্ধ্যা-আরতির সময় ধূপ-ধূনোর সুবাস, শাঁখের আওয়াজ, ঢাক-টোলের বাজনা আর পল্লপ্রদীপের কম্পমান আলোক-শিখা সব মিলিয়ে এক অনির্বচনীয় অনুভূতির ভাব সৃষ্টি করে যখন হৃদয় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়। প্রার্থনা করি --

“রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।”

বিচিত্রার সদস্যবৃন্দকে জানাই আন্তরিক শারদ অভিনন্দন।

সুনু দাস

Editorial

Hello All,

Going outside this summer felt like walking into a nuclear reactor, unfortunately for those who enjoy the heat, those days are winding down. We are now preparing to step out of the nuclear reactor and into the icebox. Curiously though, this icebox will not be void of heat, in fact it will radiate thermal energy. What is the source of this energy you ask? Well it comes from the heart of the Hindu-Bengali people of Winnipeg. This energy is the product of the love they have and share for each other and is symbolized by Durga Puja.

It has been an enjoyable experience to publish this year's Agomoni. I would like to thank some people. Thank you to the advertisers for their financial generosity which allowed the publication of Agomoni 2011 to be economically feasible. Thank you to the members of Bichitra and the people outside of Bichitra for their temporal generosity which made the publication of Agomoni 2011 a culturally and communally valid collection of artwork and literature. Also a special thank you to the readers of this publication.

Happy Durga Puja!

Neillo Roy.

Publication Secretary—Bichitra

কিছু হাসি কিছু ঠাট্টা

চিত্ত ঘোষ

কল্পিত, জল্পিত, চলার পথে কুড়িয়ে পাওয়া, নেওয়া ও সংগ্রহ করা কিছু হাসি, কিছু ঠাট্টা, কিছু মস্করা স্মৃতি থেকে মুছে যাবার আগে কিছু লিখে দিলাম এখানে, যদি হাসি পায় হাসি সেটা আমার পরিশ্রমের পারিশ্রমিক মনে করব।

গজুদার একটা গল্প দিয়ে শুরু করছি। গজুদা মাঝে মাঝে নিপাত্তা হয়ে যান তারপর দুম করে হঠাৎ এসে হাজির হন আসরে। এইরকম হঠাৎ একদিন আড্ডার আসরথানায় এসে দেখেন আসর খালি। বাইরে কেষ্টকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁরে কেষ্টা সব গেল কোথায়? কেষ্ট বলল সব 'গন উইথ্‌ দি উইনড্‌'। গজুদা বললেন আরে সেকি ও মুভি ত ধারে কাছে কোথাও হচ্ছেনা, এমনকি শহরের কোথাও হচ্ছে বলে শুনি নি তা। কেষ্ট বলল না না মুভি নয়, এটা ভবুলের কীর্তি। বেশ চা তেলেভাজা চলছিল হঠাৎ ব্যাটা এমন উইনড্‌ ছাড়ল যে সবাই একেবারে হাওয়া। গজুদা বললেন সবাইকে ডাক বলতে না বলতেই কেষ্ট বাইরে যেয়ে হাঁক পাড়ল এই সবাই ভেতরে আয় গজুদা এসেছেন। বলতে না বলতে পশু, ঘনু, ভবুলে, ভাঁড়ে মানে ভবানী আর গবা (গোবিন্দ) আর নতুন কিছু মুখের আবির্ভাব যেমন মশু, ঘনু, হোঁকা, কোঁকা, বড়কা, ছোটকা আর বাণ্ডি ও বাবলি। সবাই ভিতরে ঢুকেই বলল রাস্তায় দাঁড়িয়ে দোকানের টিভিতে কমন ওয়েলথ্‌ গেমস্‌ এর কেলেকারী ঘটনা শুনছিলাম। গজুদা বললেন অনেক শুনেছিস, এখন চা নিয়ে আয় গলা শুকিয়ে গেছে। চা খেয়ে গজুদা বললেন এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম তোদের একটু দেখা দিয়ে যাই। তোরা টিভি দেখ পরে আর একদিন আসব, মুড়ি তেলেভাজা নিয়ে জমিয়ে বসা যাবে।

প্রশ্ন ও উত্তর

মাস্টারমশাই ক্লাসে জিজ্ঞাসা করলেন চরণামৃত মানে কি? ছাত্র উত্তর দিল শিব স্যার এবং মাস্টারমশাই কিছু বলার আগেই বিধু বলল চরণামৃত সন্ধিবিক্ষেদ করলে হয় চরণে মৃত। কালীপূজার সময় দেখেছি মাকালীর চরণে মৃতের মত পড়ে আছেন শিব। মাস্টারমশাই একটু চুপ করে থেকে বললেন বিধু দেবতার নাম নিয়ে ঠাট্টা করা ঠিক না। কানধরে একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাক।

মাস্টারমশায়	-	অদ্ভুত মানে কি?		
ছাত্র	-	আধাভূত স্যার।		
মাস্টারমশায়	-	কেমন করে এটা তোমার মাথায় এলো।		
ছাত্র	-	অদ্ভুত	আদ্ভুত	আধাভূত
		(বাঙলা উচ্চারণ)	(হিন্দি উচ্চারণ)	(সমীকরণ)
মাস্টারমশায়	-	অত্যাচারী কাহাদের বলে?		
ছাত্র	-	যাঁহারা অতি আচার মানিয়া চলেন।		
মাস্টারমশাই	-	কোন অভিধান থেকে এই উত্তর পেয়েছ?		
ছাত্র	-	স্যার অভিধান থেকে নয়, অত্যাচার কথাটার সন্ধিবিক্ষেদ (অতি আচার) করে।		
মাস্টারমশায়	-	সুনামি কাকে বলে।।		
ছাত্র (ঘস্ট শ্রেণীর)	-	সুনামের স্বীলিঙ্গ স্যার।		

ভাগ্নে - আচ্ছা মামা কাকাতুয়া যদি হয় cacatoo পাতুয়া হবে না কেন panatoo?
তন্তু মানে যদি হয় সুতো জন্তু মানে হবে না কেন জুতো?

বাবা - কাল কতক্ষণ পর্যন্ত পড়াশুনো করেছিলে?
ছেলে - আমি রাত বরোটা পর্যন্ত পড়েছি।
বাবা - তা কখন পড়তে বসেছিলে?
ছেলে - বরোটা বাজতে পনের মিনিট আগে।

বরিশাল ও কলকাতার দুই বন্ধু হাওড়া ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রামে চড়ে যাচ্ছে--
বরিশালের বন্ধু - হ্যারি নাম বুঝি শ্যাওড়ার ব্রিজ?
কলকাতার বন্ধু - শ্যাওড়া নয় হাওড়া।
বরিশালের বন্ধু - তুমি যে হক্কল সময় কও বরিশালের লোক শ রে হ কয়।

সেম্পাস

কোলকাতায় লোকগণনা হচ্ছে, গণনাকারী কড়া নাড়তেই এক যুবক দরজা খুলে দিল।
গণনাকারী নামধাম এবং অন্যান্য প্রশ্ন করার পর জিজ্ঞেস করলেন - মাতৃভাষা কি?
যুবক - স্যার শিশুকাল থেকে আমার বাড়ীতে মানুষ তাই ঠিক বলতে পারবনা।

বাঙলা ভাষার বৈচিত্র্য।

চট্টগাঁয়ের (চট্টগ্রাম) এক ভদ্রলোক কোলকাতার এক রেস্টুরেন্টে অর্ডার দিচ্ছেন - হ্যাক্ খাফ ছা,
হ্যাক্ খান ঠুস্,
হ্যাক্ টা ফুস্।

ওয়েটার একটু ভাবাচাকা খেয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দেখে পাশের টেবিলের এক ভদ্রলোক অর্ডারটা কি তা বলে দিলেন। ***

সবজাস্তা।

পাড়ার আড্ডাখানায় সেদিন এক নতুন ভদ্রলোক এসেছেন এবং আসর বেশ জমে উঠেছে। আলোচনার বিষয় ছিল বিভিন্ন দেশের শহর কে কত জানে। যখনই কোন শহরের নাম উল্লেখ হচ্ছে কেউ কিছু বলার আগেই নতুন ভদ্রলোক গড়গড় করে সেই শহরের সমস্ত হিস্ট্রি বলে দিতে লাগলেন। আর থাকতে না পেরে বিধু বলে উঠল দাদা আপনার ত দেখছি ভূগোলে বেশ জ্ঞান আছে। ভদ্রলোক সাথে সাথে বলে উঠলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ভূগোলেও গেছি।

তরমুজবিক্রেতা।

গ্রামের হাটে বাজার বসেছে আর চাষীরা তাদের সামগ্রী সাজিয়ে বসেছে। কোলকাতার এক বাবু আত্মীয়ের কাছে বেড়াতে এসে হাটে কেমন বাজার বসে দেখতে গেছেন। এক চাষী অনেক তরমুজ সাজিয়ে বসেছে দেখে তরমুজ কেনার সখ হয়েছে।

ভদ্রলোক - এই চাষী তরমুজের দাম কত?

চাষী - ২ টাকা থেকে ৫ টাকা বাবু।

বাবু - তোকে আমি ৬ টাকা দেব সবথেকে বড়টা দিবি কিন্তু।

চাষী - এই নিন বাবু সবথেকে বড়টা আপনাকে দিলাম।

বাবু - ব্যাটা আমাকে বোকা পেয়েছ, কৌচড়ের ভেতর বড়টা লুকিয়ে রেখে ধোকা দিচ্ছ? বলেই ঝাঁপ দিয়ে চাষীর কৌচড় দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতেই চাষী যন্ত্রণায় চৈচিয়ে উঠে বলল বাবু মরে গোলাম, মরে গোলাম, উটি দেবার নয়, উটি দেবার নয়
দেবার নয়

রান্না।

প্রফেসর খাতা দেখছেন স্ত্রী এসে জিজ্ঞেস করছেন

স্ত্রী - হ্যাঁ গো আজ কি ডাল রান্না হবে?

প্রফেসর - ভাজা মুগের ডাল।

স্ত্রী - তা ডালে কি ফোড়ন দেব?

প্রফেসর - খাতা দেখতে ব্যস্ত বিরক্ত করো না।

কিছু সময় বাদে স্ত্রী - হ্যাঁ গো বলনা কি ফোড়ন দেব?

প্রফেসর - বললাম না বিরক্ত করো না, খাতা দেখতে ব্যস্ত।

আরো কিছু সময় বাদে স্ত্রী - সব রান্না হয়ে গেছে ফোড়ন কি দেব না বললে ডাল রান্না করতে পারছি না।

বিরক্ত হয়ে প্রফেসর - যা হয় আদা ফাদা ফোড়ন দাও।

মহিলা কানে একটু কম শোনে, ফ কে শুনেলেন পা। আর প্রশ্ন না করে গেলেন রান্না করতে। অন্য সব ফোড়নের সাথে আদা দিলেন আর স্বামীর কথামত ফাদা কথাটি কানে যেমন শুনেছিলেন তাই ফোড়ন দিলেন। যাই হোক রান্না ত হয়ে গেল, এবার খাবার সাজিয়ে ডাক দিলেন-
হ্যাঁ গো রান্না হয়ে গেছে খেতে এস। এটা ওটা খাওয়ার পর ডাল দিয়ে ভাত মেখে মুখে দিয়েই প্রফেসর মুখ নাক কুঁচকে বললেন, ইস্ কি গন্ধ, এতে কি ফোড়ন দিয়েছ?

স্ত্রী - তুমি বললে আদা পাদা ফোড়ন দিতে। আদা ফোড়ন ত দিলাম কিন্তু পরের ফোড়ন কি ভাবে দেব বুঝতে পারছিলাম না। ভেবে চিন্তে দাঁড়িয়ে দিতে যেয়ে আরো কিছু পড়ে গেল ডালের মধ্যে। প্রফেসরের আর খাওয়া হলনা।

জলসা

গ্রামের জমিদার বাড়ীতে বিরাট জলসা বসেছে। কোলকাতা থেকে নামকরা সব গাইয়ে আর লখনৌ থেকে বাইজী এসেছে। আসর বেশ জমে উঠেছে, বাইজী নাচতে নাচতে ওস্তাদজীর সামনে গিয়ে বলছে 'ওস্তাদজী বড় পিসাব লাগি হুঁ'। ওস্তাদজী সেতারে সুর দিয়ে বললেন 'মায় কেয়া

করু, মায় কেয়া করু, তবল্টি কা পাস যাও'। বাইজী নাচতে নাচতে তবল্টির সামনে গিয়ে বলল 'তবল্টি জী বড়ি পিসাব লাগি হুঁ' তবল্টি তবলার বোলে বলল 'দাবকে দুবকে রহ, বেটি দাবকে দুবকে রহ'। বাইজী আর সামলাতে পারছে না খঞ্জনী ওয়ালার সামনে নাচতে নাচতে গানের সুরে বলল 'খঞ্জনী জী বড়ি পিসাব লাগি হুঁ'। খঞ্জনী ওয়ালা খঞ্জনী বাজিয়ে বলল 'নাচো আর ছিটাও, ছিনিক্ ছিনিক্ ছিটাও, নাচো আর ছিটাও, ছিনিক্ ছিনিক্ ছিটাও'।

কাঠুরিয়া চাই

এক পেপার মিল কোম্পানী গাছ কাটবার জন্যে অভিজ্ঞ লোকের দরকার বলে কাগজে এ্যাডভার্টাইজ দিয়েছে। অনেক দরখাস্তের থেকে কয়েকটি বেছে নিয়ে ম্যানেজার ইন্টারভিউ ডেকেছেন। অফিসের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে গাছের সারি।

ম্যানেজার একটা গাছ দেখিয়ে এক আবেদনকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন - ওই যে গাছটা দেখা যাচ্ছে তার পিছন দিক কোনটা?

আবেদনকারী গাছের একটা দিক দেখিয়ে বলল স্যার ওই দিকটা।

ম্যানেজার আরও কয়েকজনকে আলাদা ডেকে একই প্রশ্ন করলেন এবং সবাই একই গাছের এক একটা দিক দেখাল।

আর একজন লোক মাত্র বাকী আছে, তার বাড়ী পাড়াগাঁয়ে।

ম্যানেজার - ওই যে গাছটা দেখা যাচ্ছে তার পিছন দিক কোনটা?

আবেদনকারী - হেঁটে যেয়ে গাছের চারধার ঘুরে একটা দিক দেখিয়ে বলল স্যার এই দিকটা।

ম্যানেজার - কেমন করে বুঝলে?

আবেদনকারী - সোজা স্যার, গাছের ওই দিকটাতেই সবাই প্রাতঃকৃত্য করেছে।

বলা বাহুল্য চাকরীটা সেই পেল।

আই এক্সামিনেশন।

চোখের ডাক্তারের কাছে একজন ভদ্রলোক চোখ দেখাতে এসেছেন। চোখে আলো দিয়ে দেখার পর চশমা পরিয়ে বোর্ডের অক্ষর পড়তে বললেন। প্রথম অক্ষরটা ছিল 'ঘ'। যেই ভদ্রলোক বলেছে 'ঘা', ডাক্তার বললেন ঘা হয়েছে তা চোখের ডাক্তারের কাছে এসেছেন কেন হোমিওপ্যাথ বা অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের কাছে যান।

ইন্টারভিউ ।

এক ভদ্রলোক একটি বড় কোম্পানীতে চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করেছেন। অনেকগুলির মধ্যে একটা দরখাস্ত ম্যানেজারের নজরে পড়ল

আবেদনকারীর 'ffc' ডিগ্রীটি দেখে ম্যানেজার অনেকরকম ডিগ্রীর নাম শুনেছেন কিন্তু 'ffc' ডিগ্রীর নাম কোনদিন শোনেনি। তাই কৌতুহল হওয়াতে ঐ আবেদনকারীকে ইন্টারভিউতে ডাকলেন। একথা ওকথা জিজ্ঞেস করার পর বললেন আমি অনেক রকম ডিগ্রীর নাম শুনেছি কিন্তু আপনারটি কোনদিন শুনিনি। আপনার ডিগ্রীর পুরো কথাটা কি? ভদ্রলোক বললেন স্যার 'father of fourteen children'. বুঝতেই পারছেন স্যার চাকরীটা না হলে চোদ্দটি ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বসতে হবে।

সবুরে মেওয়া ফলে ।

বড়লোকের ঘরজামাই হলে অনেক দুর্গতি কপালে। প্রয়োজনের সব কিছু শৃঙ্গুর মশায়ের দয়ার উপর। বিয়ের পর শৃঙ্গুর মশায় জামাইকে আর নতুন কোন কাপড় কিনে দেননি। একই ধুতি দিনের পর দিন পরতে পরতে জীর্ণ হয়ে গেছে, জামাই মাঝে মাঝেই শৃঙ্গুর মশাইকে যেয়ে বলছে ধুতিটা ছিড়ে যাচ্ছে একটা নতুন ধুতি চাই। শৃঙ্গুর মশাই প্রতিবার একই কথা বলছেন, 'আরে হবে হবে সবুর কর, সবুর কর, সবুরে মেওয়া ফলে'। ধুতিটা একেবারে ছিড়ে গেছে, জামাই আর না পেরে একদিন শৃঙ্গুরকে যেয়ে বলল শৃঙ্গুর মশায়, শৃঙ্গুর মশায় দেখুন মেওয়া ফলেছে এবার, ধুতিটা না হলে আর ত লজ্জা নিবারণ হয় না।

অতিথি আপ্যায়ন ।

বিয়েবাড়ী, নিমন্ত্রিত অতিথি সব এসে গেছেন খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, কেস্টা যেয়ে বরকর্তাকে বলল অতিথির সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে গেছে খাবারে কম পড়বে মনে হচ্ছে। বরকর্তা যেয়ে দেখলেন সত্যিই অতিথি অনেক বেশী, তখন পরিবেশনকারীদের বললেন ঠিক আছে শুরু কর আমি দেখছি। পরিবেশন শুরু হয়ে গেল, বরকর্তা আসরে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়লেন এই বাসি, পোলাও নিয়ে আয়; এলানে, ডাল নিয়ে আয়; গন্ধ, তরকারী নিয়ে আয়; পচা, মাছ নিয়ে আয়। অতিথিরা খাবেন কি, সবাই এর ওর দিকে তাকাচ্ছেন এবং একে একে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

ডাক্তারী ।

রুগী ডাক্তারকে ফোন কোরছে - ডাক্তারবাবু আমার পায়খানার সাথে রক্ত পড়ছে।

ডাক্তার - এ্যাঃ! রক্ত পড়ছে, আইওডিন লাগান, আইওডিন লাগান।

গুরু ।

বেশ কিছুদিন ধরে কোলকাতায় গেরুয়াখারী গুরুদেবের সংখ্যা বেড়েছে। হক কিছুদিন ধরে শুনেছে তার বন্ধু আনন্দ চাকরী ছেড়ে দিয়ে গেরুয়া

পরে গুরুদেব সেজে বসেছে এবং ভক্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কৌতুহল হওয়াতে হরু বাগবাজারে আনন্দের বাড়ী যেয়ে দেখে বসবার ঘর ত লোকে ভরে গেছেই এবং বাইরেও লম্বা লাইন। হরু সোজা বসবার ঘরে ঢুকে দেখে আনন্দ কপালে তিলক কেটে গেরুয়া পরে চেয়ারে বসে আছে। ভক্তরা এক এক করে যাচ্ছে, টাকা দিচ্ছে, কেউ কেউ ফল ও ফুল দিচ্ছে এবং প্রণাম করছে। হরুকে দেখে আনন্দ ইসারা করে বসতে বলল। হঠাৎ এক মহিলা কাদতে কাদতে ঢুকে বলল গুরুদেব আগের দিন আমার ছেলের অসুখের জন্যে ওষুধ দিয়ে বললেন বাড়ী গিয়ে ছেলেকে খাইয়ে দিলে ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু গুরুদেব ছেলে বাঁচল না।

আনন্দ সাথে সাথে বলে উঠল ওরে বেঁচে গেছিস, খুব বেঁচে গেছিস, সন্ধ্যাই না মরে খালি একজনের উপর দিয়ে গেছে। ভগবানের অসীম করুণা।

নিওন সাইনবোর্ড ।

নিওন সাইনবোর্ড রাতের বেলা দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। একদিন রাতে কোলকাতার চৌরঙ্গী দিয়ে কেঁট যাচ্ছে সঙ্গে আছে ফটকে। দুটি সাইনবোর্ডের কিছু আলো জ্বলছে না, চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে একজন পড়ছে ‘কেঁট পাঞ্জী’ ‘বদমাস’। কথাটা শুনে কেঁট রেগে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গেল কে কথাটা বলল এবং ছোটখাট চেহারার কেউ হলে দু এক ঘা দিয়েই দিত হয়ত। কিন্তু সাইনবোর্ডে নজর পড়তেই চুপ হয়ে গেল।

আসলে একটি সাইনবোর্ডে লেখা ছিল KEYSTONE PAGING SERVICE অন্যটিতে লেখা ছিল TOTAL BODY MASSAGE. সব আলো না জ্বলার জন্যে সাইন দুটো এই রকম দেখছিল - KE STO PAGI . BOD MAS .

ইউরিন্যাল এ কথোপ-কথন ।

কোলকাতার মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে এবং গোলশূন্য অবস্থায় হাফটাইম হয়েছে। উন্মুক্ত ইউরিন্যাল এ লাইন পড়ে গেছে। যেমন যেমন খালি হচ্ছে অন্য লোকে ঢুকছে।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক তার বাঁ পাশের ভদ্রলোকের কাঁধে টোকা মেরে বললেন - স্যার আমার জুতোর উপর পড়ছে।

বাঁ পাশের ভদ্রলোক - আই এম সরি।

একটু পরে আগের ভদ্রলোক - স্যার আমার জুতোর উপর আবার পড়ছে।

বাঁ পাশের ভদ্রলোক - আই এম ভেরি সরি।

যাইহোক এরপর দুজনে নিজেদের জায়গাতে ফিরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

প্রথম ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন - স্যার আপনার র‍্যাবাই কি জেকব?

বাঁ পাশের ভদ্রলোক - হ্যাঁ, কেন বলুন ত ?

প্রথম ভদ্রলোক - আমার সারকামসিশন্ও করেছিলেন একই র‍্যাবাই।

শব্দার্থ ।

ইংরেজি শব্দ - Gout (গাউট) মানে বাত।

ফরাসী শব্দ - Gout (গু) মানে স্বাদ

বাংলা শব্দ - উচ্চারণ ফরাসী শব্দের মত।

নৈশভোজের গল্প

বিদেশে এক বাঙালী বাড়ীতে সপ্তাহান্তে বন্ধুরা এসেছে এবং গল্পগুজব হবার পর খাওয়ার পালা প্রায় শেষ সকলে উঠতে যাচ্ছে, বাড়ীর অধিকারিণী বললেন ‘পাইখানা খাইতে হইব এখন’। সকলে অবাক হয়ে এর ওর দিকে তাকাচ্ছে দেখে ভদ্রমহিলা বললেন এর ওর দিকে তাকাইতেছেন ক্যান, বললাম না ‘পাইখানা’ খাইয়া খাইতে হইব। বসেন আমি এখনি আনতেছি বলে ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরে একটি ট্রের উপর একটি পাম্পকিন পাই সাজিয়ে নিয়ে এলেন।

আরেক সপ্তাহান্তে সবাই আবার জড়ো হয়েছে এবং যথারীতি গল্প চলছে। একজন গৃহকত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন শুনলাম নতুন গাড়ী কিনেছেন, তা কি গাড়ী কিনলেন? গৃহকত্রী উত্তর দিলেন ‘বলব’। কিছুক্ষণ বাদে ঐ ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন ‘কি গাড়ী কিনলেন?’ গৃহকত্রী ‘বলব’। ভদ্রলোক যতবার জিজ্ঞেস করেন এই উত্তর পান। আর থাকতে না পেরে বললেন, তখন থেকে বলছেন বলব কিন্তু নামটা বলছেন না। গৃহকত্রী, বললেন ত ‘বলব’, একই কথা বারবার জিজ্ঞেসইতেছেন ক্যান?

(গাড়ীটি ছিল VOLVO)

অন্ধকার রাতের একটি ঘটনা।

নিউফাউন্ডল্যান্ডের লাব্রাডর শহরের তেকে কয়েক মাইল দূরে একটা কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পে রাতের খাওয়া দাওয়ার পর গল্প হচ্ছে কিচেন এ

বসে। কিচেন পরিষ্কার হবার পর হেড কুক (জ্যামেইকার লোক) সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গারবেজ ফেলতে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম তুমি যাচ্ছ কেন, জানিটির কোথায়? বলল এখন গরমকাল, ভাল্লুক ঘুরছে আশেপাশে খাবারের খোঁজে। লোক দেখলে আক্রমণ করতে পারে। বললাম তা তোমাকেও ত আক্রমণ করতে পারে। বলল সেই জন্যেই ত জামা কাপড় খুলে বেরোচ্ছি, অন্ধকারে ভাল্লুক আমাকে দেখতেই পাবে না।

মশ্টিঅলের বাস ড্রাইভার।

ক্যানাডার মশ্টিঅল শহরে সন্ধ্যাবেলা বাসে যাচ্ছি, যখনই কেউ উঠছে বাস ড্রাইভার বলছে ‘বঁ সোয়ার’ এবং নামবার সময় বলছে ‘বন্ নুই’। হঠাৎ পাশের ভদ্রলোক বলে উঠলেন দ্যাখছেন দাদা বাস ড্রাইভারটা লোকে যেই উঠত্যাছে, কইত্যাছে বুনো শ্যার, নামবার সময় কইত্যাছে বন্ নাই। এই দ্যাশের ড্রাইভাররা এত অসভ্য কথা কয় ক্যান্ বুছতে পারতেছি না। লোকেরা সব শুইনাও প্রোটেষ্ট করত্যাছে না ক্যান? বললাম না না ড্রাইভার ওর ভাষায় ওঠার সময় যা বলছে তার মানে শুভ সন্ধ্যা এবং নামবার সময় বলছে শুভরাত্রি। ও দাদা ভাগ্য আপনি কইলেন নইলে আমি ত ভাবতেছিলাম নামবার সময় অরে দুই কথা শুনাইয়া দিমু।

*** এক কাপ চা, এক খানা টোস্ট, একটা পোচ।



By: Shruti Mukerji

DIDAR

Grocery Mart

110 Adamar Road, Suite 1, Winnipeg, MB R3T 3M3

Ph: (204) 275-6060

Come and check out for Fresh Products from India

• Fruits • Vegetables • Lentils • Spices and More...



Latest Hindi Movies on DVD's available



Hours of Operation

Monday to Saturday - 9:00 am to 8:00 pm

Sunday - 10:00 am to 5:00 pm

মানিনী

বিভূতি মন্ডল

তুলছো না ফোন কইছো না কথা
কি হোল হোল কি বলতো!
এতো ডাকাডাকি করছি
প্লিজ একটু প্লিজ টলতো।
তুমিতো মানুষ দেবী কি দানবী
লোহা কি পাথর নহেতো
এত দিন হল এত সাধাসাধি
একটুকু সফট হবেতো!
অনেক হয়েছে বুঝেছি অনেক
গেল দিন বহু বয়েতো
গোমড়া ও মুখ রেখো নাকো আর
সুসি খাবে কবে বলতো?
অনেক করেছে আমার জন্যে
জানি আমি কিছু করি নাই
বোকাহাদা আমি বুঝি নাকো কিছু
ভেরি ভেরি ভেরি সরি তাই।
তুমি কত ভাল তুলনাবিহীন
কত বড় তব মনটাও
অপরের তরে 'খোলামকুচির'
মতনই সময় দিয়ে দাও।
কোন কিছু কেন সহজে ভোল না
এবার প্লিজ ভুলে যাও
মন খুশী করে বাফেস্কোয়ারে
যত চাও শুধু সুসি খাও।



By: Ayusha Pandey



By: Arnab Mandal



Happy Durga Puja



a taste of india

Authentic East Indian Cuisine

9-510 Sargent Ave, Winnipeg, MB R3B 1V8

Take Out / Delivery
Catering for special occasions

Nimmi & Baldev Ramgotra

Ph: (204) 775-1098 | Fax: (204) 772-1104

Another Location:



Samosa Hut

Unit 102 E - 333 St. Mary's Rd.





Choice Travel & Tour

Your One Stop
CHOICE
For all your Travel Needs

Immigration Services Available

Bus: (204) 694-7587

Fax: (204) 694-7862 | Email: choicet@mymts.net

72 Mandalay Drive, Winnipeg, Manitoba, Canada R2P 1V8

মানসিক শান্তির পথ

মাখন বল

প্রতিটি মানুষের দুঃখ আছে । এই দুঃখ দুই প্রকার । মানসিক ও জাগতিক ।
জাগতিক দুঃখ :- দাড়িদ্ৰ, অসুস্থতা, শোক ও বঞ্চিত হওয়া, আরও হয়ত আমার না জানা কিছু থাকিতে পারে । জাগতিক দুঃখ সকলের নাও থাকিতে পারে । তবে মানসিক দুঃখ সকলেরই কম বেশী কিছুটা আছে এবং ইহা নিজেরই সৃষ্ট । এই মানসিক দুঃখের যন্ত্রণা চলিতে থাকে, ইহা প্রকাশ করা যায় না, নিজের ব্যক্তিগত । নিজের সৃষ্ট এই দুঃখের হাত হইতে সহজে রেহাই পাওয়া যায় না । এই দুঃখের কারণ নিজেরাই ধরিতে পারে না । এই মানসিক রোগীদের লক্ষণ কি ? এই রোগের গভীরতা অনুযায়ী দেখা যায় রোগী সহজেই রাগিয়া যায়, কখনও প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করে । দেখিলে মনে হয় সে বিরক্ত, সহজেই কোন কিছুর ক্ষুত ধরা, কাহাকেও সহ্য হয় না ।

ইহার কারণ খুঁজিতে গিয়া দেখা যায় যে, কোন কিছু না পাওয়ার দুঃখ । যে জিনিষ নিজের আয়ত্বের বাইরে তাহা পাইবার ইচ্ছা । ইংরাজীতে যাহাকে বলে Desire । শিশুর যেমন চাঁদ পাইবার ইচ্ছা । শিশুর ঐ চাঁদ পাইবার ইচ্ছা ধীরে ধীরে বড় হইলে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিশাল মহিরুহতে পরিণত হয় । যাহা নাই তাহা চাই । রবীন্দ্র নাথের সোনার হরিণ কবিতাটির কথা মনে করাইয়া দেয় । এই Desire বা আকাঙ্ক্ষা কিন্তু সহজে যায় না । একটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে পরবর্তী আনুসঙ্গিক আকাঙ্ক্ষা দ্বিগুণ শক্তিতে তাহার মনে প্রবেশ করে । হিন্দু দর্শন এই আকাঙ্ক্ষাকে আগুণের সহিত তুলনা করিয়াছে । ইহা মনের আগুণ । আগুণ যেমন ঘী দিয়া নেভানো যায় না, সেই রকম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া এই আকাঙ্ক্ষার শেষ হয় না । একটি পূর্ণ হওয়া মাত্র আর একটি আসিয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় । ইহা একটি জটিল সমস্যা । মানুষের মনের গোপনে আরও কত রকমের আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া আছে সে নিজেই তাহা জানে না । সময়ে সেই সকল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় । আর মানুষ মনের দুঃখে কষ্ট পায় এবং অসুখী থাকে ।

হিন্দু দর্শন মতে, মনকে আকাঙ্ক্ষা মুক্ত রাখিতে হইবে । সুখ ও দুঃখে মনের ভাব সমান রাখার চেষ্টা করিতে হইবে । কি করিয়া ইহা সম্ভব ? মনের চিন্তা ধারার পরিবর্তন করিয়া । সাধারণতঃ মন সহজ লভ্য বিষয় লইয়া চিন্তা করিয়া থাকে । যাহা

সহজে পাওয়া না যায় এমন কঠিন বিষয়ের চিন্তা করিতে হইবে । এই কঠিন বিষয়টি কি ? এই কঠিন বিষয় - ঈশ্বর । ঈশ্বর চিন্তা করিবার জন্য মনের উপর জুলুম করিতে হইবে । মনের উপর জুলুম করিয়া মনের স্থিরতা আনিতে হইবে । যাহা আছে তাহাতেই সুখী থাকিতে হইবে । লোভ ত্যাগ করিতে হইবে । লোভ হইতেই অন্য রিপুদের আগমন শুরু হয় । আকাঙ্ক্ষার বিষয় পরিবর্তন করিতে হইবে । আমরা আমাদের ইষ্ট দেবতাদের কাছে আমাদের স্বচ্ছলতার জন্য, আমাদের সুখের জন্য কত কিছুই চাই । কিন্তু একবারও বলি না যে আমার ইষ্ট দেবতা আমার আর কিছু চাই না শুধু তোমাকে চাই, তুমি আমাকে একবার দেখা দাও । এই ভাবে আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন করিতে পারিলে মনের শান্তি ফিরিয়া আসিবে ।

আমাদের সম্মুখে একটা পর্দা দেওয়া আছে । পর্দাটির অপর দিক হইতে আমাদের দেখা যায় । কিন্তু আমরা নিজেদের দিক হইতে অপর দিকের কিছুই দেখিতে পাই না । আমরা শুধু পর্দাটি দেখি । আর পর্দার ওপাশে স্বয়ং ঈশ্বর বা পরমাত্মা আমাদের উপর চোখ রাখিয়া আমাদের সকল কার্যকলাপ দেখিতেছেন । আমরা যদি ঈশ্বরকে দেখিতে পাই তবেই আমাদের তুচ্ছ বিষয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা দূর হইবে । এই ঈশ্বর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ধরিয়া রাখিতে পারিলে বিষয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা দূর হইবে, মনের শান্তি ফিরিয়া আসিবে । তবে সেটা বড় কঠিন সমস্যা । এই কঠিন সমস্যার সমাধানেরও পথ আছে । আমাদের উপনিষদ গুলিতে এই পথের নির্দেশ আছে । এখন সেই পথের নির্দেশ লইয়া কিছু আলোচনা রাখিব ।

ঈশ্বর পর্দার ওপাশে নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন । তাঁহাকে দেখিতে মনের বিচার বুদ্ধির দ্বারা খুঁজিতে হইবে । ঈশ্বর চিন্তা ছাড়া মনে অপর কোনও থাকিলে একাগ্রতা নষ্ট হইবে । ঈশ্বর আমার ভিতরে যেমন আছেন তেমনি অপরের ভিতরেও আছেন । সকল প্রাণী, গাছ, লতা, গুল্ম, ফুল, ফল, পাহার পর্বত, নদী, সমুদ্র, আলো, বাতাস । কোথায় তিনি নেই + এই চিন্তা জাগরিত রাখিতে হইবে । ঈশ্বর ব্যাভীত আর কিছুই নাই । সকল কিছুতেই ঈশ্বর দর্শন । ইহাই ঈশ্বর দর্শনের একটি পথ । ইহাই জ্ঞান যোগ ।

সমুদ্রের জল অশান্ত, নদীতে থাকে শ্রোত কিন্তু বদ্ধ জলাশয়ের জল থাকে শান্ত । একটি ছোট নুড়ী ছুড়িয়া দিলেও তরঙ্গের সৃষ্টি হয় । মনকে ঐ শান্ত জলাশয়ের মত রাখিতে হইবে । ঈশ্বর চিন্তা ছাড়া অপর কোনও চিন্তা মনকে যেন বিচলিত না করে ।

ধ্যান মগ্ন থাকিয়া একমাত্র ঈশ্বর চিন্তায় মনকে ধরিয়া রাখিতে হইবে । মনের আলোতে হৃদয় মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজিতে হইবে , কোথায় তিনি বসিয়া আছেন । ইহা দ্বারা পর্দা সরিয়া যাইবে, আর ঈশ্বরের আলোর ঝরণা ধারায় চারিদিক ঝলমল করিয়া উঠিবে । ইহা ঈশ্বর দর্শনের আর একটি পথ । ইহা রাজযোগ ।

আমাদের সকল সময় মনে রাখিতে হইবে ঈশ্বর আমাদের দেখিতেছেন । আমাদের কর্ম, আমাদের মনের গতি সব কিছু উপর তাঁর নজর অবিচ্ছিন্ন । আমাদের কাজ কর্মের সময় মন থাকিবে ঈশ্বরে । আমরা যাহা কিছু করি মনে রাখিতে হইবে ইহা ঈশ্বরের জন্য করিতেছি । ভোজন করা বা খাওয়াও একটি কর্ম । হয়ত দেখিয়া থাকিবেন কোন কোনও ব্যক্তি খাইবার সময় কিছুটা খাদ্য বস্তু থালার পাশে ভূমিতে রাখিয়া একটু জলের ছিটা দিয়া থাকেন । ইহা ঈশ্বরকে নিবেদন করা । তারপর নিবিষ্ট মনে আহার করেন। ভোজন করার সময়ও ঈশ্বর চিন্তা । তিনি যেন ঈশ্বরক খাওয়াচ্ছেন । গৃহিণী রান্না করিতেছেন, তিনি মনে করিবেন যেন ঈশ্বরের জন্য রান্না করিতেছেন । আমাদের রামপ্রসাদের কথা - তিনি বেড়া বাধি তেছেন, মন তার মা'কালীতে । মা অপর দিক হইতে বেড়া বাধিবার দড়ি যোগাচ্ছেন । গীতায় বর্ণিত একটি শ্লোকের কথা এখানে একটু বলা দরকার মনে করিতেছি । বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত এক ব্রাহ্মণ একদিন মন্দিরে ভক্তদের ভীষণ ভীড় থাকায় তাদের মধ্যস্থ ভোজনের সামগ্রী বাজার হইতে বাড়ীতে পৌঁছাইতে পারেন নাই । তারপর ভক্ত সমাগম শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে মধ্যস্থ ভোজনের জন্য আসিলেন । স্ত্রী পঞ্চ বাঁজনে আহার পরিবেশন করিলেন । তখন তাহার মনে পড়িল আরে তিনি ত বাজার করেন নাই, এই সামগ্রী স্ত্রী কোথায় পাইলেন । তখন স্ত্রী বলিলেন যে, তুমিই তো পাঠাইলে এক ঝুড়ি সবজী একটি খালি গায়ের কালো ছেলের মাথায় দিয়া । ঐ তো আরও কত সবজী রহিয়াছে । গীতার শ্লোকটি এই=

অনন্যাশ্চিন্ত্যন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ৯:২২

নিস্বার্থ ভাবে ঈশ্বর চিন্তা করিলে তিনিই সকল সমস্যার সমাধান করেন । শ্রীকৃষ্ণ এখানে ভক্তের দাস, তিনিই বহন করেছেন ভক্তের খাবার। আমাদের কোনও কাজের সময় মনে রাখিতে হইবে এই কাজ ঈশ্বরের জন্য করিতেছি । তিনি দেখিতেছেন ইহা মনে থাকিলে কোনও অসৎ কাজ করিবার ইচ্ছা মনে আসিবে না। সকল কাজই ঈশ্বর পূজা । ঈশ্বর দর্শনের জন্য ইহা আর একটি পথ । ইহা কর্ম যোগ ।

বাস্তব ঘটনা , না কাঁদিলে মা কোলে নেয় না । ঈশ্বর আমাদের কাছে কি চান ? তিনি চান আমাদের ভালো বাসা । কি রকম ভালো বাসা ? যেমন মায়ের সন্তানের প্রতি, সতীর পতির উপর আর বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান । এই তিন টানের শক্তির ভালো বাসা । এই তিন টান একত্র করিলে যতখানি হয় , ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারিলে তবে তাঁর দর্শন হয়। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন এই কথা। তাঁকে উপলব্ধি করিতে হইবে, ব্যাকুল হইয়া ডাকিতে হইবে । বলিতে হইবে তোমার পর্দা সরাইয়া আমাকে দেখা দাও । নিজেকে সমর্পণ করিতে হইবে ঈশ্বরের চরণে । যেমন ভক্ত প্রহ্লাদ- প্রহ্লাদের মত ভক্তি দেখাতে হইবে । ইহাই ঈশ্বর দর্শনের আর একটি পথ । ইহাই ভক্তি যোগ ।

এই চার রকম পথেই ঈশ্বর দর্শন হয় । ইহার যেকোন একটি পথেও ঈশ্বর দর্শন হয় এবং মনের শান্তি আসে ।



By: Abhishek Chakraborty

শারদীয়া প্রার্থনা

শ্রুতি মুখোপাধ্যায়

শিশির ভেজা ভোরের রোদ আর স্নিগ্ধ বাতাস
আমাদের সকলের মনে জাগায় খুশির আভাস ।

আগমনীর গানের সাথে বাজলো ঢাকের সুর
মাগো মোদের দিনগুলিকে করো আনন্দে মধুর ॥

তোমার চরণ স্পর্শে কাটুক সকল দুঃখ শোক
তোমার উজ্জ্বল ,সজল আলোকে এ ভুবন আলোকিত হোক ।

নীল আকাশে সাদা মেঘের নিত্য আসা যাওয়া
(মাগো) তোমার আশীষে পূর্ণ করো সবার চাওয়া পাওয়া ॥

শারদীয়ার শিশির ভেজা নতুন দিনের ভোরে
খুশী সবাই ,মা এসেছেন জগৎ আলো করে ।

তোমার আগমানে হোক মা আগামীদিনগুলি মঙ্গলময়
তোমার জ্যোতির তেজে যাক মুছে সব রোগ , ব্যাভিচার আর ভয় ॥

Happy Durga Puja



PrintPro
DIGITAL & OFFSET PRINTING

Your Reliable Partner in Printing

3129 Portage Avenue
Winnipeg, MB R3K 0W4

(204) 889-3030

Fax: (204) 889-6941
www.printprodigital.com
email: print@printprodigital.com

*We take pride in
our quality and service*

DESIGNING ► PRINTING ► FINISHING & MORE..

ওগো তোমায়
 ভুলে যেতে চলে
 ভুলে যাওয়া কিগো যায়?
 তব সেই হাসি এ হৃদয় ছুয়ে গেল
 আবার আমার প্রেমের তৃষ্ণা পেল
 হৃদয় কাননে কোকিল কাঁদিয়া যায়।
 মনে এলো মোর কত দিবা কত নিশি
 তুমি ছিলে মোর জীবন ছন্দে মিশি।
 ফুলের হাসিতে জোছনা ধারার মাঝে
 মোদের প্রীতির সুর শুনি আজ বাজে
 তোমার সুবাস বহিছে দখিনা বায়
 ওগো তোমায়
 ভুলে যেতে চলে
 ভুলে যাওয়া কিগো যায়?



By: Shruti Mukerji

পূজা পদ্ধতি

মাখন বল

পূজা আমরা করি আনন্দ ও মনের শান্তির জন্য । পূজা যাহারা করান তারা হলেন যজমান আর যিনি করেন তিনি পূজারী বা পুরোহিত । যজমানের কর্তব্য পূজার পরিবেশ তৈরী করা । পূজার বাসনপত্র পরিষ্কার ঝক্ঝকে রাখা । পূজ্য দেবতার আসন সাজিয়ে রাখা, ধূপ ধুনো দিয়ে পূজার স্থান সু-গন্ধময় করে রাখা । পূজারীর কর্তব্য, নিজে পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ধারণ করবেন । মন্ত্রগুলি পরিষ্কার উচ্চারণ করবেন, যাহাতে উপস্থিত সকলে শুনিতে পারেন । আমাদের মন্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষাতে লেখা, দু-তিনটা শব্দ সমাস বন্ধ, তাই মনে হয় উহা বড় কঠিন । মন্ত্র যত স্পষ্ট উচ্চারিত হবে ততই দেবদেবীর আগমন সুনিশ্চিত হবে । শাস্ত্রে আছে - মন্ত্রে মূর্ত সদা দেবী । একই সময়ে একই দেব বা দেবীর পূজা বিভিন্ন স্থানে হয় । হেঁ সকল দেব বা দেবী সকল স্থানে উপস্থিত থাকেন কি করি যা। মন্ত্রই তাঁদের শরীর তৈরী করে । কাজেই মন্ত্র উচ্চারণ ভালভাবে করিতে হবে ।

পূজা আরম্ভের প্রথম দিকটা পূজারীর দেহ শুদ্ধির মন্ত্র । ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা পূজারী নিজেকে পরিশুদ্ধ করেন । পূজার মন্ত্রে একস্থানে আছে - “ ঔ দ্বার দেবতাত্য নমঃ ”। এই মন্ত্র কিছু বাড়ীর বা ঘরের দরজা নয়, উহা পূজারীর হৃদয়ের পাঁচটি দরজায় দাড়ান পঞ্চ দ্বার রক্ষক দেবতার উদ্দেশে প্রণাম ।

আসন- ইহা একটি সংবাদ পত্র, বস্ত্র বা কার্পোপের টুকরা বা যাহা কিছু হোক না কেন উহা একটি দ্রব্য মাত্র । যখন উহা মন্ত্রপুতঃ হয় তখনই আসন হয় । পূজা যত ক্ষণ চলিবে ততক্ষণ পুরোহিতকে ঐ আসনে থাকিতে হবে এবং ঐ আসনে অপর কেহ বসিতে পারিবে না ।

আচমন - শুধু জল মুখে ছোঁয়ন নয় । হাত গো-কর্ণের আকার করে, গো-কর্ণের মূল প্রদেশ থেকে জল পান করতে হবে ।

মুদ্রা - দেবতাদের মুদ্রা দেখাতে হয় । বিভিন্ন দেব দেবীর বিভিন্ন রকমের মুদ্রা আছে । উহা অভ্যস করিতে হয়, নতুবা পূজার সময় উহা করা যায় না ।

ঘাট স্থাপন - ঘাট স্থাপন পূজার একটি বিশেষ এবং আসল অংশ । এই ঘাট বিষয় সিস্টার বিবেদিতার বক্তব্য বিশেষ প্রণিধান যোগ্য । ১৮৯৯ সালের ৫ই মে রবিবার কালী ঘাটের মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে বিকাল পাঁচটার সময় নগ্নপদে উপস্থিত হয়ে প্রায় ২-হাজার লোকের সামনে বক্তৃতা দিয়ে ছিলেন । বিষয় ছিল কালী পূজা । পরে কলিকাতার আলবার্ট হলে তখনকার কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরীকগণ নিবেদিতাকে

আমন্ত্রণ করেন ঐ বক্তৃতার বিষয় বস্তু নিয়ে আলোচনার জন্য । সভায় কিছু উদ্ভ্র লোকের অভিযোগের উত্তর দিতে তিনি অগ্রসর হন । “ প্রথমতঃ একজন বলেছিলেন যে অনন্ত ঈশ্বরকে মূর্তী রূপে পূজা করা অসম্ভব । তার উত্তরে নিবেদিতা বলেন , হিন্দুরা মূর্তিকে সম্বোধন করে পূজা করে না । ঠিকভাবে বলতে গেলে মূর্তি মনঃসংযোগের অবলম্বন বিশেষ । আসল পূজা সমুখস্থ জলপূর্ণ পাত্রটিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় । প্রকৃতি ও জীবনপাত্র ঈশ্বরসদ্বারা পূর্ণ হয়ে আছে, তারই প্রতীক ঐ পাত্রটি ।” এই হল আমাদের পূজার ঘট । ঘট স্থাপন ঠিক মত না হলে সেখান পূজাই হয় না । পূজার পরে ঐ ঘাটের জল দিয়ে শান্তি জল দেওয়ার কারণ এইটাই । এখন পূজা আরম্ভ দেখুন -

আরম্ভ

গুরু প্রণাম এবং দীক্ষা মন্ত্র জপ । গায়ত্রী মন্ত্র জপ ।

আচমন - গো-কর্ণের ন্যায় হস্ত করিয়া অল্প জল লইয়া দর্শন করত পান - ৩-বার । পরে হস্ত ধৌত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ২-বার মুখ মার্জন । তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা দ্বারা মুখ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা নাসিকা , অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ দ্বয় এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কণিষ্ঠ দ্বারা নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া হস্ত ধৌত করিবে । করতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবে, যথাঃ- ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ । দিবীং চক্ষুরাততম ॥ ওঁ বিষ্ণু , ওঁ বিষ্ণু , ওঁ বিষ্ণু । ২-বার । ওঁ শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণু দ্বিজং পীতবাস সম । ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ সবিত্রে কর্মদায়ীনে । এসো অর্ঘঃ ওঁ নমঃ শ্রী সূর্য্যায় । কুসিতে জল লইয়া-- ওঁ জবাকুসম সংক্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং । ধ্বজ্জারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মিন দিবাকরং ।

স্বস্তিবাচন :- ওঁ স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ , ওঁ স্বস্তি নঃ বিশ্ববেদাঃ , স্বস্তি নস্তাক্ষো অরিস্টনেমিঃ , স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু । ওঁ গণনাশ্চ গণপতিং হবামহে , ওঁ প্রিয়ণাশ্চ প্রিয়পতিং হবামহে , ওঁ নিধীনাশ্চ নিধিপতিং হবামহে বসো মম ।

ওঁ স্বস্তি , ওঁ স্বস্তি , ওঁ স্বস্তি ।

ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ --কর্মনি,পুণ্যহং ভবন্তো-ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যহং, ওঁ পুণ্যহং, ওঁ পুণ্যহং ।
ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ --কর্মনি,ঋদ্ধিং ভবন্তো-ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ব্যতাং, ওঁ ঋদ্ব্যতাং, ওঁ ঋদ্ব্যতাং ।
ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ --- কর্মনি , স্বস্তি ভবন্তো-ব্রুবন্তু , ওঁ স্বস্তি , ওঁ স্বস্তি , ওঁ স্বস্তি ।

(এই মন্ত্র বলার সময় তিনবার করিয়া চাল ছাতে হবে)

সূর্য্যঃ, সোমঃ, যমঃ, সন্ধ্যোভূতানহঃ রূপা । পবনো দিকপতি ভূমিরাকলশং খচরা মরাঃ । ব্রাহ্মণ শাসনমাশ্রায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্ ।

ওঁ তৎ সৎ , ওঁ তৎ সৎ , ওঁ তৎ সৎ । অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু ।

সঙ্কল্প :- উত্তরমুখ হইয়া দক্ষিণজানু ভূমিতে স্পর্শ করিয়া , তিল , ফুল , জল পূর্ণ তন্ত্র পাত্র বায় করে ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন করিয়া সঙ্কল্প করিতে হইবে । (হরিতকি অথবা কলা লাগিবে) । মন্ত্র - ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য ----- মাসি --- পক্ষে --- তিথৌ --- গোত্র নাম বলিবে --- ফল প্রাপ্তিঃ শ্রী বিষ্ণু প্রীতি কামঃ --- কৰ্ম করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি) । পাত্রের জল কিছুটা ঈশান কোনে ভূমিতে ফেলিবে । (সঙ্কল্প ছাড়া কোন পূজা শুদ্ধ হয় না)

সঙ্কল্প সূত্র :- ওঁ যজ্ঞাগ্রতো দূরযুদেতি দৈবং , তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি । দুরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃশিব সঙ্কল্পমস্তু । (পূজা বিশেষে সঙ্কল্প পৃথক)

গন্ধাদির অর্চনা - বৎ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ, বলিয়া ৩-বার জলের ছিটা দিবে । একটি ফুল লইয়া :

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ এতদধিপত্যে বিষ্ণবে নমঃ

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় (দেবতার নাম) দেবতায়ৈ নমঃ ।

বলিয়া ফুল গুলি স্পর্শ করিবে ।

নারায়নাদির অর্চনা :- ফুলগুলি স্পর্শ করিয়া,

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ

” ওঁ শ্রী গুরবে নমঃ

” ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহভ্যো নমঃ

” ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ

” ওঁ ইন্দ্রাদি দশ দিকপালেভ্যো নমঃ

” ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

” ওঁ সর্বেভ্যো দেবীভ্যো নমঃ ।

আসন শুদ্ধি - আসনের উপর ত্রিকোন মন্ডল করিয়া , সচন্দন পুষ্প গ্রহণ করত - এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ বলিয়া ফুল দিবে । আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ কুর্ম দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ পৃথ্বী হুয়া ধৃতা লোক দেবি হুং বিষ্ণুনা ধৃতা । তঞ্চ ধারয় মাং নিত্য পবিত্র কুরু চাসনম্ ।

ভূতাপসারণ - দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিয়া দিব্য বিঘ্ন উৎসারিত করত “ ফট ” বলিয়া জলদ্বারা বেষ্টন আকাশস্থিত বিঘ্ন, বা পায়ের গোড়ালির দ্বার ভূমিতে

তিনবার আঘাত করিবে । ফট- মন্ত্র ৭-বার জপ করিবে । জপের পরে হাতে জল লইয়া - ওঁ অপসর্পস্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতা । যে ভূতা বিঘ্ন কণ্ঠারস্তুে নশ্যন্তু শিবজ্জয়া । চাল ছড়াইবে ।

গুরু পংক্তি নমস্কার

বামে - ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ ।

দক্ষিণে - ওঁ গণেশায় নমঃ ।

ললাটে - ওঁ মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক শ্রী-- দেবতায়ৈ নমঃ ।

উর্দ্ধে -- ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।

অধ -- ওঁ অনন্তায় নমঃ ।

মাধ্যে -- ওঁ নারায়ণায় নমঃ । স্থান স্পর্শ করিয় প্রণাম করিবে ।

কর শুদ্ধি

ঐং বং অঙ্গায় ফট- বলিয়া ফুল দুই হস্তে পেশন করিয়া বামে নিঃক্ষেপ করিয়া জলের ছিটা দিবে ।

পুষ্প শুদ্ধি

সকল পুষ্প স্পর্শ করিয়া --ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহা পুষ্পে সু পুষ্পে পুষ্পসম্ভবে । পুষ্প চ্যাব কীর্ণেচ হং ফট স্বাহা ।

দ্বার দেবতার পূজা

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ দ্বার দেবতাত্যো নমঃ - বলিয়া ফুলটি দ্বারে নিঃক্ষেপ ।

বাস্তু পুরুষের পূজা

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ ।

ভূত শুদ্ধি

রং,- বলিয়া নিজের চারিদিকে জলের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া বহি প্রাচীরের মধ্যবর্তী ভাবিয়া নিবিষ্ট মনে দেবতার শরীরের স্থান ভাবিয়া পাঠ করিবে ।

ওঁ মূলশৃঙ্গাটচ্ছিরঃ সুযুগ্মা পথেন জীবশিবং পরম শিব পদে যোযয়ামি স্বাহা ॥ ১

ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ॥ ২

ওঁ রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা ॥ ৩

ওঁ পরমশিব সুযুগ্মা পথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোহং হংসঃ স্বাহা ॥ ৪

(এর পরে ঘট স্থাপন)

With Best Wishes for DURGA PUJA

DILLON'S

DRIVING SCHOOL

For Friendly and Effective Driving Lessons
Get in touch with

Mai Dillon

Instructor Class 4 & 5

623 David Street

Winnipeg, MB, R2Y 1K6

Email : malldillon623@hotmail.com

Email : maidillon@yahoo.co.uk

Email : malkit623@yahoo.ca

Phone : 228 - 0066



HAPPY DURGA PUJA





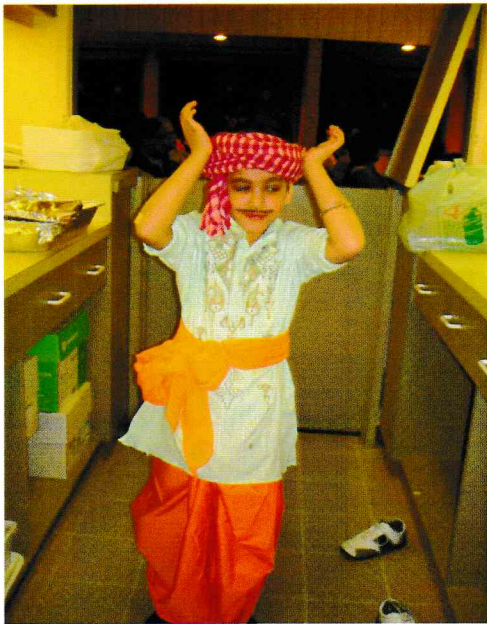
Durga Puja 2010

সবুজ বাংলা

করবী রায় চৌধুরী (রিমি)

হে আমার মাতৃ ভূমি বাংলা
কতদিন তোমায় দেখতে পাই নি আমি ।
হয়ত তুমি রয়ে গেছ আগের মতন ,
নয়তো বা বদলে গেছ নতুনের মতন ।
আমি কিছু বদলে যাইনি এখনো ।
মনটাকে বদলাতে দেইনি কখনো ।
বাংলাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছি সব সময়
সকাল বিকাল করেছি সাধনা তোমায় ।
হে বাংলা তুমি আমায় দিয়েছ অনেক কিছু ,
কিন্তু আমি কি তোমায় দিয়েছি তেমন কিছু ?
সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে
ঘর বেধেছি বিদেশ বিড়ুঁইয়ে ।
কখনো ভুলতে পারিনি সেই চির চেনা
বৃষ্টির শব্দ, সবুজ ঘেরা চার পাশ
পাখির কলকাকলীর শব্দ ,
তাইতো ভেবেছি সবুজ বাংলাকে
তুলে ধরবো বিশ্বের কাছে
সবাইকে বলব দেখ দেখ আমার

বাংলা দেশ !



New Years 2011



New Years 2011



New Years 2011



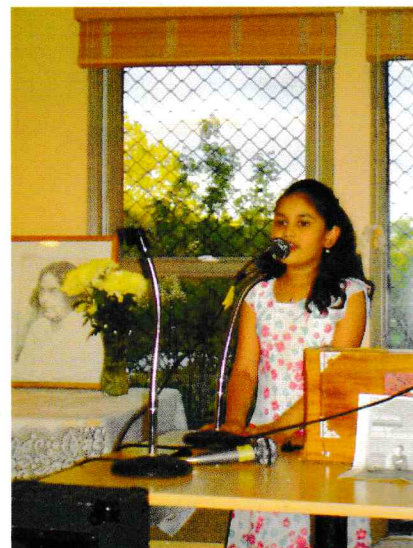
Nazrul Jayanti 2011



New Years 2011



Nazrul Jayanti 2011



Nazrul Jayanti 2011



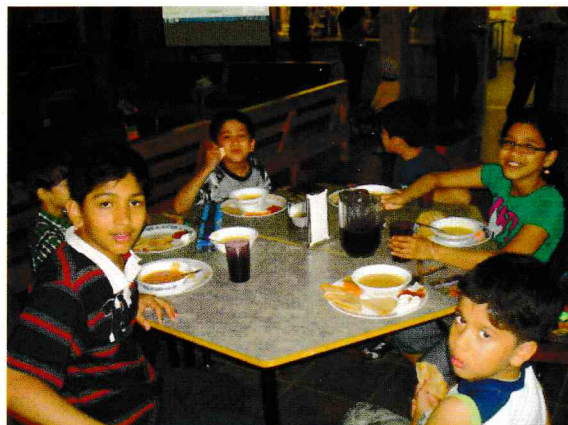
Canada Day Celebration 2011



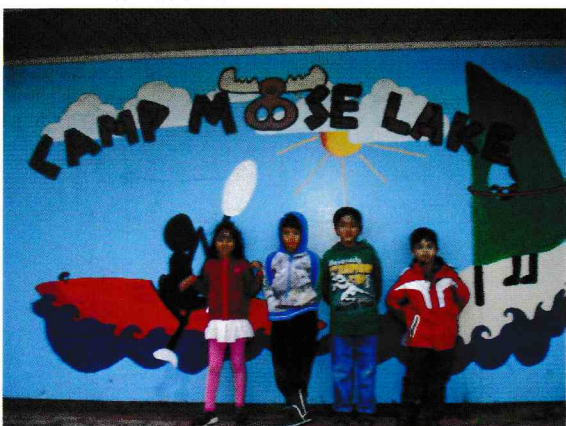
Canada Day Celebration 2011



Summer Camp: Moose Lake 2011



Summer Camp: Moose Lake 2011



Summer Camp: Moose Lake 2011



Summer Camp: Moose Lake 2011



Folklorama 2011



Folklorama 2011

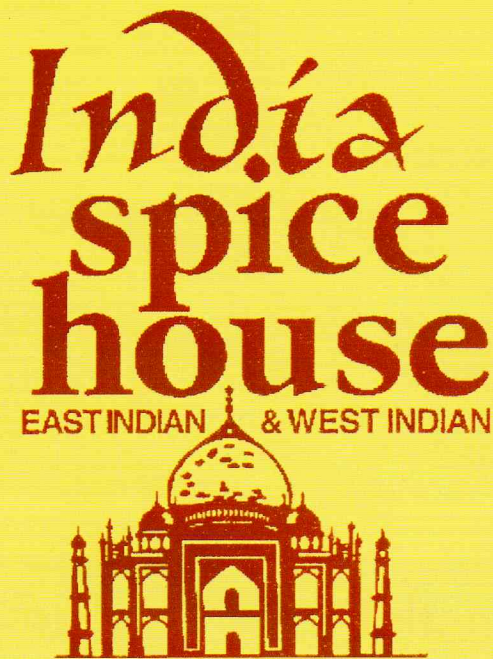
Rabindra Jayanti 2011



**Scenes from Dance-
Drama:
*Chitrangada***



*Special thanks to our valued customers
for their continued support for the last 24 years.*



Visit us for
all your needs in
East Indian,
West Indian Groceries,
Spices,
Herbal Products,
Cooking Utensils
& more

- Fresh Tropical Vegetables Arrive weekly from Toronto, Vancouver & India
- Wide Selection of Audio, Video, DVD's & Music
- Foreign Tape Conversions also available
- For Quality, Variety, Friendly & Pleasant shopping experience

Visit us at any of our 2 Locations

1875 Pembina Hwy. (204) 261-3636

66 Mandalay Drive (204) 261- 4600

অন্য কোলকাতা অর্পিত সাহা, ব্রামর্টন, অষ্টারিও

পাঁচ বছর পর, ঘুরে এলাম
শহর কোলকাতা থেকে
যেথায় মন ঘুরে বেড়ায়
ধর্মতলা, ডিস্টোরিয়া, বেলঘাটা লেকে,
দেশের মাটি, দেশের ধুলো
সবই মনে মধুর লাগে
ট্র্যাফিক জ্যাম, হর্ণের শব্দ
তা সত্ত্বেও মনে ভালোবাসা জাগে ॥
মায়ের মমতা, মাসীর স্নেহ
নিয়ে এলাম বুক করে
শ্বশুর বাড়ীর যত্ন পেলাম
শুধুই মন ভরে ।

কোলকাতা এখন অনেক আধুনিক
বেশ, ভূষা, “মল কালচার”,
‘সাঁউথ সিটি মল’, প্যার্টালুনস্, বিতাবাজার,
নতুন প্রাণের মেলা ‘মনি স্কোয়ারে’ ॥
কোলকাতায় এখন অনেক আ, টি, সেক্টর
যুবক যুবতীরা অনেক বেশী স্বাধীনচেতা
তবে রাজনীতি সেই একি আছে
মিটিং, মিছিল, আর বন্ধের প্রবণতা ॥
গ্রাম বাংলায় ঘুরে এলাম,
সেখানেও অনেক উন্নতি
কেবল, স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট সবই গেছে
বোড়েছে অনেক বেশী শিক্ষার গতি ।
আরো পাঁচটি বছর হয়ত, বুক রাখতে হবে
এই মধুর স্মৃতি ধরে,
কোলকাতা আরো নবীন হবে
এই আশা করে ॥

জোশাল

ভাঁড়
বহস্য



By: Aninda Saha



By: Aninda Saha

GOLDMARK

JEWELLERS

*35% sale on Diamond
Jewellery**

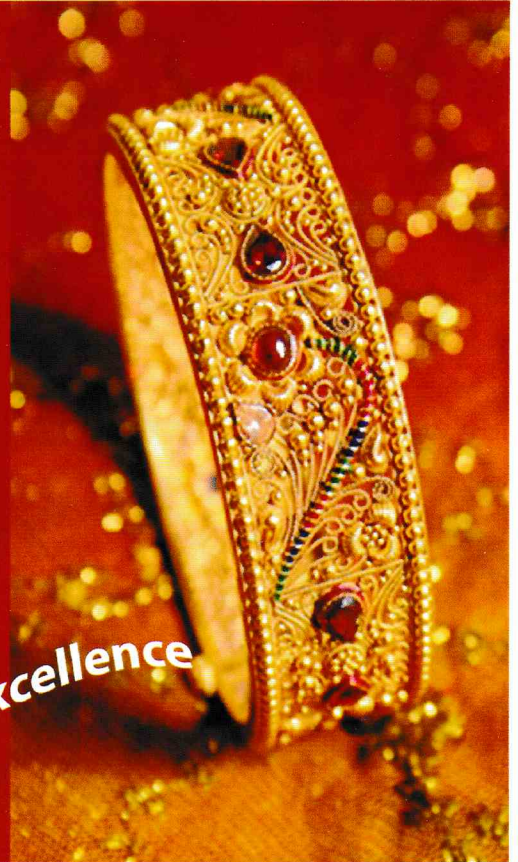
772-4056

Wednesday to Saturday

1355 Pembina Hwy

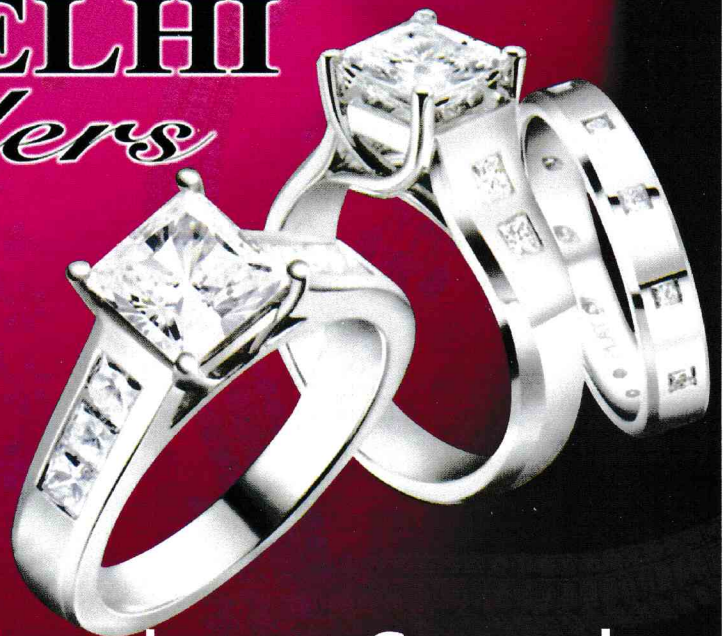
Mark of Excellence

*on selected items for a limited time only



NEW DELHI *Jewellers*

- ♦ Gold **772-4055**
- ♦ Diamonds
- ♦ Gemstones
- ♦ Platinum
- ♦ Custom Design
- ♦ Jewellery Repair
- ♦ Jewellery Redesign
- ♦ Laser Engraving



Monday to Saturday

14-2136 McPhillips St.

www.newdelhijewellers.com

শক্তি পূজার উৎস সন্ধানে

মাখন বল

ভারতের জনগণ বহু জনগোষ্ঠির সমন্বয় গঠিত । প্রতিটি গোষ্ঠির সংস্কার বা বিশ্বাস এবং আচার ব্যবহার স্বতন্ত্র । বহুদিন এক সঙ্গে বসবাসকরা এবং মেলামেসার ফলে উহাদের ঐ সংস্কারে এবং আচার ব্যবহার মিলে মিষে নিত্য নতুন পরিবর্তন আসিতেছে । কিন্তু ঐ সকল জনগোষ্ঠির কিছু কিছু পুরানো সংস্কার এখনো রহিয়া গিয়াছে । যেমন উত্তর পশ্চিম পাকিস্থানের সীমান্ত অঞ্চলে মেয়েরা এখনো আর্ঘ্য সমাজের সংস্কার তাদের গৃহকর্মের কাজে মানিয়া চলিতেছেন । ইন্দোনেশিয়াতে আদিত্যে সকলেই হিন্দু ছিলেন এখন অধিকাংশই মুসলমান, সেখানে এখনো হিন্দু সংস্কার চলিতেছে । এখনো তাহারা তাহাদের পূর্ব সংস্কার ভুলিতে পারেন নাই । বর্তমান বাংলাদেশেও কিছু মুসলমান পরিবারে বিবাহের সময় হিন্দু সংস্কার মত শাঁখা, সিন্দুর এবং কুলা সাঁজাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে । ইহা তাহাদের পূর্ব সংস্কার ।

আমাদের এই সকল সংস্কার আর্ষেতরো জনগোষ্ঠির নিকট হইতে আসিয়াছে । আর এই সকল সংস্কারের ভিতরে যে দার্শনিক ভাবধারা, তাহা পাইয়াছি আর্ঘ্য মুনি ঋষিদের কাছে । এই সকল সংস্কারের বাহ্যিক রূপ আমরা দেখিতে পাই পূজা পার্বণাদিতে আর ধর্মীয় বিধিনিষেধের মধ্যে ।

ভারতবর্ষ মাতৃতান্ত্রিক দেশ । মায়ের পরিচয়ই সন্তানের পরিচয় ছিল । যেমন কৌশল্যা নন্দন , যশোদা নন্দন, কুন্তি পুত্র ইত্যাদি । সমাজ জীবনের এই মাতৃতান্ত্রিকতাই ধর্মজীবনেও নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছিল । এই ভাবেই জনগণের ধর্মে মাতৃপ্রধান্যের প্রতিষ্ঠা এবং এই মাতৃপ্রধান্যের ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই শক্তিবাদের উদ্ভব এবং ক্রম বিকাশ ।

ভারতবর্ষের এই শক্তিবাদ বৈদিক কি অবৈদিক এ বিষয় সংশয় ও বিতর্ক রহিয়াছে । শাক্ত তন্ত্রপুরাণ, পূজা পার্বণাদির ভিতরে এই শক্তির মূল উৎস ধরা হয় ঋক্বেদের ১০ম মন্ডলের ১২৫ সূক্তটিকে । ইহা দেবী সূক্ত নামে প্রসীদ্ধ । কিন্তু একদল পণ্ডিত মনে করেন যে এই শক্তিবাদ এবং শক্তি পূজার বহুল প্রসারে আর্ষেতরো ভারতীয় আদিম অধিবাসীগণের দানই প্রধান । দেবী পূজার উল্লেখ প্রাচীন ইতিহাস, পুরাণ, কাব্যে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে দেবীর পার্বত্য বন প্রদেশের আর্ষেতরো অধিবাসীগণ কতৃক পূজিত হইবার সমর্থন যথেষ্ট মেলে ।

এখন দেখা যাক এই শক্তিদেবীকে আমরা কোথা হইতে এবং কি ভাবে পাইলাম । সকল ধর্মালম্বীরাই এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী । ঈশ্বর পরম ব্রহ্ম বা নারায়ণ, তিনি স্রষ্টা বা প্রজাপতি । তিনি যখন একা রহিয়াছেন এবং ভয় পাইলেন । পরে ভাবিলেন যে আমি যখন একা তখন কি হইতে এবং কাহার হইতে ভয় পাইব । এই ভাবিয়া শান্ত হইলেন । কিন্তু কিছুতেই আনন্দ পাইলেন না । আনন্দ পাইতে গেলে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন । তাই নিজের দেহ হইতে একটি রমণীর সৃষ্টি করিলেন । এ বিষয় বৃহাদারণ্যক উপনিষদ বলেছেন :

স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে সদ্বিতীয়মৈচ্ছৎ ।

স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ স সম্পরিশ্বকৌ ইমমেবাত্মানং --- ইত্যাদি ।

এই ভাবে স্রষ্টা নিজে রমনেচ্ছায় এক নারীকে সৃষ্টি করিলেন । নারায়ণের দেহ হইতে সৃষ্ট তাই তি

ন নারায়ণী বা আদ্যাশক্তি । এই ভাবে স্রষ্টা বা প্রজাপতি অপর দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন । সেই সকল দেবগণও নিজেদের দেহ হইতে নিজ নিজ শক্তি সৃষ্টি করিলেন । বিষ্ণুর শক্তি, লক্ষ্মী বা যোগমায়া । এই যোগ মায়া বিষ্ণুরই মায়া । এই মায়াতেই বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শায়ীত ছিলেন । নিজে এই মায়া কাটিতে পারছিলেন না । ব্রহ্মার স্তুতিতে যোগমায়া যখন বিষ্ণুর হইতে মায়া সরাইলেন তখনই বিষ্ণুর যোগ নিদ্রা ভঙ্গ হইল । বিষ্ণুর এই মায়াতে আমরা সকলেই আচ্ছন্ন ।

শ্রী শ্রী চণ্ডীতে আছে :

যা দেবী সর্ব ভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা ।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ ॥

কেন উপনিষদে দেখিতে পাই যে দেবতারা যখন অভিমানী হইলেন, কারণ তাহারা মনে করিলেন, অসুরবিজয় তাহারাই করিয়াছেন । কিন্তু আসলে অসুর বিজয় ব্রহ্মদ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে । ব্রহ্ম দেবতাদের শিক্ষাদিবার জন্যে দেবতাদের সম্মুখে যক্ষ রূপে প্রত্যক্ষ হইলেন । ইনি কে তাহা জ্ঞানবার জন্য অগ্নি, বায়ু একে একে সকলেই আসিলেন কিন্তু কেহই কে ইনি চিনিতে পারিলেন না । তখন ইন্দ্র আসিলেন । যক্ষ অদৃশ্য হইয়া আকাশে স্বর্ণোজ্জ্বল বিদ্যুৎ প্রভা সমান অতি সুশোভনা শ্রীরূপিনী উমার বা হৈমাবতীর আবির্ভাব হইল ।

স তস্মিন্বেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্ ।

তাং হোবাচ - কিমেতদ্ যক্ষমিতি ।

এই উমা বা হৈমমণ্ডিত হৈমবতীকে পরবর্তী কালে ভারতীয় আদিবাসীরা হিমালয় কন্যা উমা পার্বতী রূপে পূজা করিয়াছেন । উমা বা পার্বতী ব্রহ্মস্বরূপা, তাই তিনি আমাদের কাছে ব্রহ্মময়ী মা ।

বিভিন্ন পুরাণে, উপনিষদে শক্তিকে আমরা বহুরূপে, বিভিন্ন নামে দেখিতে পাই । শক্তিমান ও শক্তি অভিন্ন । ব্রহ্মের মহিমা প্রচারের জন্যই যেন ব্রহ্ম শক্তিকে প্রধান করিয়া দেখান হইয়াছে । যে শক্তি ও শক্তিমানের মূল অভেদত্ব সত্ত্বেও অভেদ ও ভেদ কল্পনা করিয়া শক্তির মহিমা প্রকাশ, এইখানেই ভারতীয় শক্তিবাদের বীজ । ভগবানের অনন্ত শক্তি সকল দেশে সর্বকালে সকল শাস্ত্রেই স্বীকৃত । কিন্তু সেই শক্তিকে শক্তিমান হইতে পৃথক করিয়া তাহাতে একটা স্বতন্ত্র সত্ত্বা এবং মহিমা আরোপ করিয়া স্থায়ী মহিমায় শক্তিরই প্রতিষ্ঠা । ইহাই ভারতীয় শক্তিবাদের অভিনবত্ব ।

ঋক্বেদের রাত্রী সূক্তটিকেও দেবীর সহিত এক করিয়া লওয়া হয় । অনেক পুরাণে দেবীকে ‘রজনী’ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । তন্ত্রশাস্ত্রে দেখি দিবা শিবের এবং রাত্রি শক্তির প্রতীক । অথর্ববেদের প্রসিদ্ধ পৃথিবী সূক্তে (১২/১) পৃথিবীকে বিশ্বজননী রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । প্রকৃতিই সকলের উৎপত্তিস্থল । এই গুণময়ী প্রকৃতিই বিষ্ণুর মায়া শক্তি । দৈবী মায়া পুরুষোত্তমের আশ্রিতা মায়া । যে শক্তি বাক্য মনের অগোচর বিশেষণহীনা, শুধুমাত্র জ্ঞানিগণের দ্বারা নির্ণীত সেই ঈশ্বরই হইলেন পুরুষোত্তমের স্বরূপভূতা পরা শক্তি আর সর্বভূতের মধ্যে যে গুণাশ্রয়া শক্তি তাহাই হইল অপরা শক্তি ।

পুরাণাদিতে দেখা যায় পুরুষ ও প্রকৃতি বিষ্ণু শক্তির অন্তর্গত । বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর পরা শক্তিকে

বলা হইয়াছে মূল প্রকৃতি । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখা যায় ‘ প্র ’ শব্দ হইল প্রকৃষ্টবাচক , ‘কৃতি’ শব্দ সৃষ্টি বাচক । সৃষ্টিতে যিনি প্রকৃষ্টা (শ্রেষ্ঠা) তিনিই প্রকৃতি । শ্রুতিতে ‘ প্র ’ শব্দ প্রকৃষ্টসত্ত্ববাচক , ‘কৃ’ শব্দ রজোগুণবাচক এবং ‘তি’ শব্দ তমোগুণ বাচক । যিনি ত্রিগুণাত্মকস্বরূপা (ব্রহ্মা,বিষ্ণু,শিবই হইলেন এই তিন গুণ), সর্বশক্তিসমধিতা, সৃষ্টিকারণে প্রধান - তিনিই প্রকৃতি ।

প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপা মায়াময়ী, নিত্য এবং সনাতনী । অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় যে স্থানে আত্মা,প্রকৃতিও সেই স্থানে বিরাজ করে । এই আদ্যাশক্তি মূল প্রকৃতি সৃষ্টি-কার্যের জন্য পঞ্চধা বিভক্ত হইলেন । দুর্গা হইলেন প্রকৃতির প্রধান রূপ, দ্বিতীয়া লক্ষ্মী, তৃতীয়া সরস্বতী, চতুর্থী সাবিত্রী এবং পঞ্চমা শক্তি রাধা । দশ মহা বিদ্যা, সকলেই দুর্গারই অংশ । এ ছাড়া বিভিন্ন জন গোষ্ঠি নিজেদের প্রয়োজন মত বিভিন্ন দেব দেবীর কল্পনা করিয়া পূজা ও সাধনা করিয়া থাকেন ।

শক্তি পূজার উৎস সন্ধান করিতে গিয়া দেখিতেছি , ইহা অনন্ত, ইহার শেষ নাই । শক্তি মানে - বল, দৈহিক বা মানসিক । মানুষ অপরের উপর বিজয় লাভ করিবার জন্য দৈবী শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে । এই বিজয়ের প্রার্থনা দু’রকমের , সংসারের বন্ধন মুক্তির জন্য এবং মানব কল্যাণের জন্য । এরা হইলেন , মুনি ঋষিরা । আর দ্বিতীয়রা হলেন -কামনা, বাসনা পুরণের জন্য , এরা হলেন সাধারণ মানুষেরা ।

শক্তি আমাদের ভিতরে রহিয়াছে- মনের ভিতরে । সেই শক্তিকে জাগরিত করিয়া সৎপথে চালিত করা হইলে অনেক কিছু করা যায় । আমাদের শক্তি দিবার জন্য মহা শক্তি আমাদের কাছেই আছেন । মনের আনন্দই আসল শক্তি । মনে আনন্দ থাকিলে শরীর সুস্থ থাকে আর শরীর সুস্থ থাকিলে সকলই করা যায়। সেই আনন্দ স্বরূপ শ্রী নারায়ণই সকল আনন্দের উৎস । সুরুতে দেখিয়াছি শ্রী বিষ্ণু বা নারায়ণ নিজে আনন্দ পাইবার জন্য নিজ দেহ হইতে মায়ার সৃষ্টি করিলেন । এখন দেখা যাচ্ছে শক্তির উৎস নিজের মনের আনন্দ । আর পূজা উপলক্ষ্য করিয়াই বেশী আনন্দ পাওয়া যায় ।



By: Austin Roy Chowdhury

প্রেমিক - প্রেমিকা

বিয়ের আগে

- প্রিয় - ওঃ! আর ধৈর্য থাকছে না।
প্রিয়া - আমাকে কি চলে যেতে বলছ?
প্রিয় - না! ও কথা চিন্তাতেও এন না।
প্রিয়া - তুমি আমায় ভালবাস?
প্রিয় - নিশ্চয়ই! সবসময়।
প্রিয়া - তুমি কি আমায় কখনো প্রতারণা করেছ?
প্রিয় - না! অযথা এ প্রশ্ন কেন?
প্রিয়া - তুমি আমায় চুমু দেবে।
প্রিয় - যখনই সুযোগ পাব।
প্রিয়া - তুমি কখনও কি আমার গায়ে হাত তুলবে?
প্রিয় - কখনও না! তুমি কি পাগল হলে?
প্রিয়া - তোমায় বিশ্বাস করতে পারি?
প্রিয় - হ্যাঁ!
প্রিয়া - প্রিয়তম!

বিয়ের পরে

নীচের থেকে উপর দিকে পড়তে হবে



SAHARA Travel & Tours
FAX (204) 269-0311

Your *Best Choice* for
Middle East
Africa
Indian S.C.
Asia
& Europe

We Offer:

- Airfares on all major airlines around the globe
- Hotel & Car Rental
- Charter - Tour Packages
- Cruises - Rail
- Free Ticket Delivery
- Full service travel agency with experienced staff
- Extensive knowledge in travel industry
- Service to Winnipeg Communities over 10 years

please call ZAHRA at 269-3567 or e-mail: sahara1@skyweb.ca
or Visit our New Office at
2995 Pembina Hwy, Winnipeg, MB R3T 2H9

এলোরে দুৰ্গা পূজা

অশোক মুখোপাধ্যায় (দিল্লী)

টাক্ ডুম্ ডুম্ বাদি বাজে দুৰ্গাপূজা এলো ,
বাঙ্গালীমন বলে ওঠে পূজামণ্ডপে চলো ।
মহালয়াতে প্রাণে আসে পূজো পূজো সাজ,
ভোর বেলাতে চণ্ডীপাঠ শুনতে হবে আজ ।
মাত্র কদিন মাঝখানেতে , যষ্ঠী তারপরে,
ঐ দিনেতে নতুন কাপড় পরতে মনে পড়ে ।
সপ্তমী যে শুরু হবে পরের দিন ভোরে ,
প্রথম দিনে মাকে জানাই প্রণাম করজোড়ে ।
অঞ্জলীতো দিতেই হবে অষ্টমী পূজা শেষে ,
অনেক লোকের সমাবেশ ,রং বেরং এর বেশে ।
এর পরেতে প্রসাদ খাওয়া , দুপুর বেলায় ভোগ ,
সন্ধি পূজা যখনই হোক দিতেই হবে যোগ ।
নবমীতে পূজা শেষে মনটা খারাপ হয় ,
দশমীতে মাকে বিদায় , বিসর্জনে যায় ।
সব শেষেতে বাজায় ঢাকী বিসর্জনের বাজনা ,
সাধের ঠাকুর ডুবে গেলো , মনে জাগে বেদনা ।
কিন্তু কিছুই করার নেই , এটাই হ'ল প্রথা ,
প্রতি বছর এমনই হয় , যতই লাগুক ব্যথা ।
আগামীবার আবার এসো মা , ভুবন করে আলো ,
তোমার আশীষ পেয়ে যেন বছরটা যায় ভালো ।



By: Anish Pandey



The Local Experts™

Shawn Sommers

Home Buying & Selling Systems

Realtor®



Carrie.com

1046 St. Mary's Rd, Winnipeg, MB R2M 5S6

DIRECT OFFICE PHONE/PAGER: (204) 818-0707

24 HOUR INFOLINE & DIRECT CONTACT: 1-800-952-3169

CELLULAR MOBILE: (204) 229-9292

FAX: (204) 421-1980

Email: shawn@shawnsommers.com

www.ShawnSommers.com
www.WinnipegHouseInfo.com



Your home sold guaranteed, or it's sold for FREE. Plus, you choose the commission your home is listed for...VISIT:

www.SELLMYHOMEWITHSHAWN.info or call 1-800-952-3169 code 1072

Your home may be worth MORE than you think! Find out FREE, over the net...VISIT:

www.HOMEVALUATIONBYSHAWN.info or call 1-800-952-3169 code 1075

*Let us help you find your next home. Save \$2500 guaranteed on your purchase or **you** get paid. If you're not happy with your home, it will be sold for **FREE**. VISIT:*

www.BUYSYHOMEWITHSHAWN.info or call 1-800-952-3169 code 1078

Buy a home with ZERO DOWN...VISIT:

www.ZERODOWNWITHSHAWN.info or call 1-800-952-3169 code 1074

একটি প্রবন্ধ

সুনু দাস

নিউইয়র্ক ব্রুকলিন মিউজিয়ামে ভগবান বিষ্ণুর উপর এক বিশেষ প্রদর্শনী হচ্ছিল। আমেরিকার প্রায় তিরিশটি মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি, বার্লিনের একটি ও জুরিখের একটি মিউজিয়াম এবং সতে রটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে গৃহিত হয়েছে এই প্রদর্শনীর বিষয় বস্তু। কিংবদন্তি, শিল্প, ভাস্কর্যে প্রতিফলিত শ্রী বিষ্ণুর বহুখা প্রকাশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন শাষণকালে যখন যেমন হয়েছে সেই সব প্রাচীন নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনীর ঘরগুলি সাজানো হয়েছে ব্রোঞ্জ, পাথর ও টেরাকোটার তৈরী ছোট বড় মূর্তি, মন্দির গাত্রের ফলক অথবা চিত্রাঙ্কণ দিয়ে। প্রতিটি সংগ্রহ কোন সময়ে কোথাও পাওয়া গিয়াছে এবং তার কাহিনী সুন্দর ভাবে বর্ণিত করা হয়েছে।

হিন্দু ধর্মের তিন দেবতা (ত্রিমূর্তি) ব্রহ্মা-সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু - পালনকর্তা, শিব-সংহার কর্তা। কাহিনীতে আছে যে ব্রহ্মা সোনার ডিম থেকে বার হোয়ে বিশ্বসৃষ্টি করেন। আর এক প্রচলিত কাহিনী হচ্ছে সৃষ্টির প্রারম্ভে নারায়ণ (বিষ্ণু) যখন আদি সমুদ্রে অনন্ত নাগের ওপর মহানিদ্রায় শায়িত তখন তাঁর নাভি থেকে এক পদ্ম বিকশিত হোল। সেই পদ্ম থেকে আবির্ভূত হলেন ব্রহ্মা এবং বিশ্বসৃষ্টি করলেন। বিষ্ণুর উপাসকরা সে জন্যে বিষ্ণুকেই একমাত্র প্রধান দেবতা বলে মনে করেন। সৃষ্টি কর্তা হিসাবে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ঋষি মার্কণ্ডেয়র কাহিনীতে আছে। আগেকার এক সৃষ্টি-চক্র (বিশ্ব) ধ্বংশের পর মার্কণ্ডেয় মহাসমুদ্রে ভাসছিলেন। তিনি দেখলেন ভাসমান এক পাতার ওপরে একটি বালক। বালক রূপী বিষ্ণু মার্কণ্ডেয়কে বললেন তুমি আমার মধ্যে আশ্রয় লও এবং হা করে মুখ খুললেন। মার্কণ্ডেয় মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করে দেখলেন পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র সৃষ্টি সেখানে বিরাজ করছে। হিন্দু ধর্মের শত শত দেবতাদের মধ্যে ঐশ্বরিক প্রতিভু হচ্ছেন বিষ্ণু। বিষ্ণুই বিভিন্ন অবতার রূপ ধরে এসেছেন এই মর্ত্তে।

বৈদিক যুগে মূর্তি পূজা বা মন্দির ছিলনা। অগ্নি ও ইন্দ্রের উদ্দেশে হোম-যজ্ঞ এবং বেদ মন্ত্র পাঠই পূজোর প্রধান উপকরণ ছিল। খৃষ্টপূর্ব ১৩০০ - ১০০০ অব্দে ঋগ্বেদে প্রথম বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে পৌরাণিক যুগে ৫০০-১০০০ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণু পুরাণ ও ভগবৎ পুরাণে বিষ্ণু কি করে বিশ্ব সৃষ্টি করলেন ও তাঁর অবতারের কাহিনী আছে। ভগবৎ পুরাণে বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণই প্রধান ঈশ্বর রূপে বর্ণিত হয়েছেন। পরাক্রমশালী রাক্ষসদের অত্যাচারে যখন দেবতারা ভীত হতেন এবং পৃথিবীর সৃষ্টিলা লুপ্ত হোত তখন ভগবান বিষ্ণু অবতার রূপে মর্ত্তে আবির্ভূত হতেন। বিষ্ণুপুরাণে দশ অবতারের উল্লেখ আছে- মৎস, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ও কল্কি।

মৎস অবতার - ব্রহ্মা যখন নিদ্রায় মগ্ন হয়গ্রীবানামে এক রাক্ষস তাঁর মুখ থেকে বেদ চুরি করে সমুদ্রে লুকিয়ে রেখেছিল। ব্রহ্মা গেলেন বিষ্ণুর কাছে সাহায্যের জন্যে। বিষ্ণু এক বিশাল মৎসের রূপ নিয়ে সমুদ্র থেকে হয়গ্রীবাকে পরাজিত করে বেদ উদ্ধার করলেন এবং ব্রহ্মাকে দিলেন।

কূর্ম অবতার - ঋষি দুর্বাসার অভিশাপে দেবতারা শক্তিহীন হয়ে বিষ্ণুর কাছে গেলেন । বিষ্ণু বললেন দুধ-সাগর মস্থন করে যে অমৃত উঠবে তা দিয়ে দেবতারা শক্তি ফিরে পাবেন । বিষ্ণু কূর্মের রূপ ধারণ করে দুধ-সাগরে মন্দর পাহাড়কে পিঠের উপর তুলে ধরলেন । নাগ বাসুকী পাহাড়কে জড়িয়ে ধরল । বাসুকীর এক প্রান্তে দেবতারা এবং অন্যপ্রান্তে রাক্ষসরা ধরে মন্দারকে ঘোরাতে লাগলেন । সেই মস্থনের পর 'অমৃত' উঠলো ।

বরাহ অবতার - রাক্ষস হিরণ্যাক্ষ ধরিত্রী দেবীকে সমুদ্রের নীচে ডুবিয়ে দিয়েছিল । বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধরে সমুদ্র তল থেকে ধরিত্রীদেবীকে উদ্ধার করলেন এবং হিরণ্যাক্ষকে বধ করলেন ।

নরসিংহ অবতার - হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুর পর তার ভাই হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে ৩৬,০০০ বছর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পায় । তাকে মানুষ বা জন্তু বা কোন অস্ত্র মারতে পারবে না । ঘরের বাইরে বা কোন ঘরের মধ্যে, রাত্রে অথবা দিনে এবং জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে কোথাও মরবে না । হিরণ্যকশিপুর ছেলে প্রহ্লাদ বিষ্ণুর ভক্ত ছিল । হিরণ্যকশিপু ছেলেকে মারার জন্যে বহু চেষ্টা করেও সফল হোল না । সে একদিন ছেলেক জিজ্ঞাসা করল কোথায় তোমার সর্বব্যাপী ভগবান বিষ্ণু ? প্রাসাদের এই স্তম্ভের মধ্যে আছে ? এই বলে স্তম্ভে লাথি মারল । স্তম্ভের মধ্য থেকে বিষ্ণু অর্ধেক মানুষ অর্ধেক সিংহ রূপ নিয়ে বার হলেন । তখন সন্ধ্যা কাল । হিরণ্যকশিপুকে কোলের ওপর রেখে, ঘরের ঝনুকাঠে বসে দু-হাতের নখ দিয়ে তার পেট চিরে মেরে ফেললেন ।

বামন অবতার - রাজা বলি তার রাক্ষস সেনা নিয়ে দেবতাদের পরাভূত করে দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসন অধিকার করলো । দেবমাতা অদিতি তাঁর সন্তানদের সুরক্ষারজন্যে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন । বিষ্ণু বামন হয়ে অদিতির গর্ভে জন্ম নিলেন । বামন রূপী বিষ্ণু রাজা বলির কাছে গেলেন । বলি খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রাহ্মণ বামনকে আপ্যায়ণ করে তাঁর কি চাই তাই দান করার প্রতিশ্রুতি দিলেন । বামন তিন-পা পরিমান জমি ভিক্ষা করলেন । বলি আনন্দের সঙ্গে তাতে রাজী হলেন । বামন তিন পদক্ষেপে পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ স্পর্শ করলেন ।

পরশুরাম - বিষ্ণুর অবতার হয়ে ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করেছিলেন । একদিন পরশুরামের মা আশ্রমে যখন একা ছিলেন সেই সময় ক্ষত্রিয় রাজা কার্তবীর্য্য সেখানে উপস্থিত হলেন । আতিথেয়তা গ্রহণ করার পর কার্তবীর্য্য আশ্রম থেকে কামধেনু গরু চুরি করেন । পরশুরাম কার্তবীর্য্য ও তার ক্ষত্রিয় বংশ নিধন করেন ।

রাম - প্রবল পরাক্রম শালী রাক্ষস রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করেন । রাম রাবণকে বধ করে সীতা উদ্ধার করেন ।

কৃষ্ণ - বিষ্ণুর অবতার এবং স্বয়ং ভগবাণ । গীতায় কৃষ্ণ তাঁর স্বরূপ বলেছেন ।

“পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।”

বুদ্ধ - বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন সে একজন অবতার কিন্তু বিষ্ণুর সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক নেই । ভক্ত কবি জয়দেব অবশ্য গীতগোবিন্দ-তে বলেছেন বুদ্ধ কৃষ্ণের অবতার ।

কঙ্কি - বর্তমান যুগের ধ্বংস করতে কঙ্কির আবির্ভাব হবে । একটা সৃষ্টি চক্র শেষে হোয়ে পুনরায় সত্যযুগ আসবে । কঙ্কি ঘোড়ায় করে এসে পৃথিবী ধ্বংস করবেন ।

হিন্দুরা পুনঃজন্মে বিশ্বাস করে । কর্মফল অনুযায়ী নীচুস্তরের প্রাণী থেকে বহুজন্মের পর পুনরায় মনুষ্যজন্ম লাভকরা যায় । বিষ্ণুর প্রথম পাঁচ অবতার প্রাণী থেকে মানুষের ক্রম বিবর্তন ইঙ্গিত করে । জলচর মৎস থেকে উভচর সরীসৃপ কুম্ভ, তারপর স্থলচর স্তন্য পায়ী বরাহ থেকে অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক সিংহ (নরসিংহ) থেকে উন্নিত পূর্ণ মানুষ (বামন) । প্রদর্শনী কক্ষগুলিতে ঘুরতে ঘুরতে এই সব কথা ভাবছিলাম আর দেখছিলাম ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল (উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব ভারত) থেকে সংগ্রহিত বালি-পাথর, পাথর , টেরাকোটা ও ধাতু নির্মিত বিভিন্ন মূর্তি । অনেক সংগ্রহ কুশান যুগ ও গুপ্ত যুগের সময় থেকে । দেখতে দেখতে একটা জায়গায় থামলাম । কোলকাতা থেকে পাওয়া ধাতু নির্মিত এক কৃষ্ণ মূর্তি । কৃষ্ণ বর্ণ ত্রিভঙ্গ মুরারী, টানা টানা চোখ, কপালে তিলক, মাথায় ঝুটি আর দু-হাত বাঁশী বাজানোর ভঙ্গিমায় । পরিধানে কোন বস্ত্র নেই । মনটা আনন্দে ভরে গেল । এই তো আমার পরিচিত কৃষ্ণ । এই কৃষ্ণ নবদ্বীপে সমাজ বাড়ীতে আছে । এই কৃষ্ণ বাঙ্গালী শিল্পীর তৈরী । বাংলা ও বাঙ্গালী বলেই আমার এই উচ্ছাস ?



By: Austin Roy Chowdhury

BB
KUMARIL
FINANCIAL SERVICES INC.

Kumaril Bhagria
Financial Advisor

Ph: (204) 293-0757
WWW.KUMARILFINANCIAL.COM

**FOR ALL YOUR INSURANCE AND
INVESTMENT NEEDS**



Happy Durga Puja

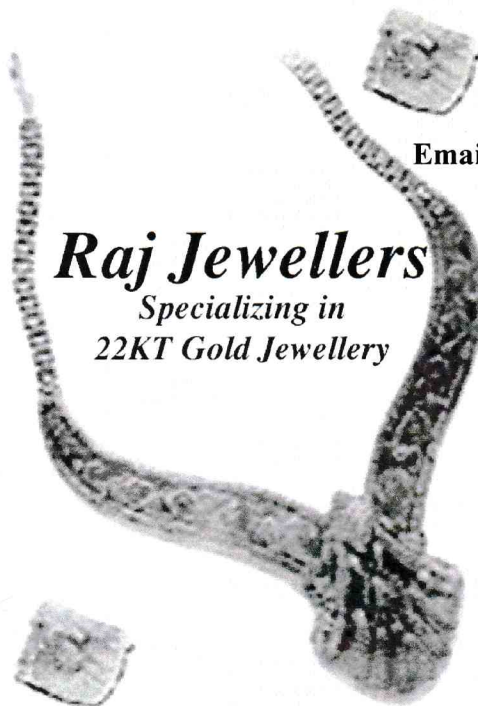


Come see our ladies
Suits and Sari
showroom at:
843 Ellice Avenue

Ph/Fax: 204.774.4150
Email: rajjewellers@hotmail.com



Raj Jewellers
Specializing in
22KT Gold Jewellery



Durga Puja

A considerable literature exists around Durga in the Bengali language and its early forms, including *avnirnaya* (11th century), *Durgabhaktitarangini* by Vidyapati (14th century), etc. Durga Puja was popular in Bengal in the medieval period and records show that it was being held in the courts of Rajshahi (16th century) and Nadia district (18th century). It was during the 18th century, however, that the worship of Durga became popular among the landed aristocracy of Bengal, the Zamindars. Prominent Pujas were conducted by the landed zamindars and jagirdars, being enriched by emerging British rule, including Raja Nabakrishna Deb, of Shobhabajar, who initiated an elaborate Puja at his residence. Today, the culture of Durga Puja has shifted from the princely houses to Sarbojanin (literally, "involving all") forms. The first such puja was held at Guptipara - it was called barowari (baro meaning twelve and yar meaning friends). Since the 1950s Durga puja mood starts with the recite hymns from the scriptures from the *Devi Mahatmyam* or **Chandi**. During the week of Durga Puja, elaborate structures called pandals are set up. The word pandal means a temporary structure, made of bamboo and cloth while some of the pandals are simple structures, others are often elaborate works of art with themes that rely heavily on history, current affairs and sometimes pure imagination. The worship always depicts Durga with her four children, and occasionally two attendant deities and some banana-tree figures. The crowds gather to offer flower worship or pushpanjali on the mornings, of the sixth to ninth days of the waxing moon fortnight known as *Devi Pakshya*. Ritual drummers – dhakis show off their skills during ritual dance worships called *aarati*. On the tenth day, Durga the mother returns to her husband, Shiva, ritualised through her immersion into the waters – *Bishorjon* also known as *Bhaashan* and *Niranjana*.

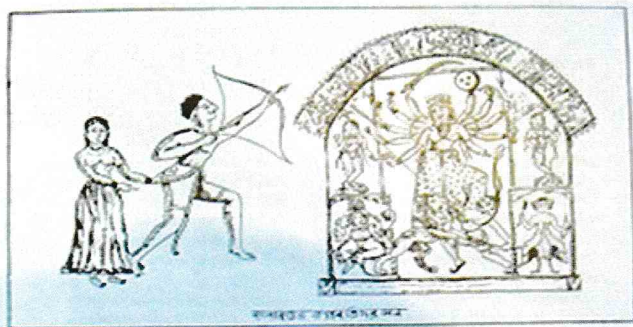


Image of Durga in an early 19th century lithograph.

Durga Puja is also a festivity of Good (Ma Durga) winning over the evil (Mahishasur the demon). It is a worship of power of Good which always wins over the bad.

By – *Srabani Roy Das*.

Darwinian Medicine

One may say that the publication of *Origin of Species* by Charles Darwin in 1859, like the 9/11 event changed the world for ever. Suddenly, "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution". Richard Dawkins, author of *Selfish Gene*, had declared that "Darwinian Evolution is the most portentous natural truth that science has yet discovered, or is likely to discover." Yet, this great scientific breakthrough has not enjoyed universal acceptance or popularity. The most manifest reason for this, I think, is that the theory had proposed a spontaneous emergence of life on Earth (without a, Divine creator), and its subsequent evolution of all extant and extinct life forms through a process of natural selection. The concept of the role played by a Divine designer/creator thus became redundant, challenging the deeply held beliefs of all theist groups. For some strange reason, however, some scientific communities, too, such as the field of medicine, even now, has been slow to fully endorse the evolutionary biology by not incorporating it in the curricula of medical education. Nevertheless, the field of evolution based medicine or Darwinian medicine, as it's now called, is showing signs of increasing international recognition, and as a result a great deal of clinical and basic science research has been initiated. In this article I will briefly review the essentials of evolutionary biology, and then argue why Darwinian medicine needs our greater attention to understand and treat diseases more effectively.

One is bound to face a paradox when he/she considers an exquisitely well crafted human body with its impeccable functional architecture, and then sees it to disintegrate due to disease. Is there some basic flaw in its design? In general, a design is a formulation of plan or scheme with a defined objective to create an entity whose form and function are conceived in advance. Let us consider an example of a very complex entity, a massive airliner, Airbus 340. Engineers have been working on its design for years and after many trials and modifications have come up with a perfect structural and functional design. They have eliminated all of its present and potential flaws. Its performance record is impeccable. Now take the case of a modern human being. Superficially it looks like a perfect machine as immaculately designed and constructed as possible. In fact, no human made machine could even come close to match its complexity, its performance and its functional excellence. Its supreme apparent design, however, is an illusion, because it's solely a work of the natural selection who is not a designer at all for it is blind, like a "blind watchmaker"; it has no vision, no foresight, no imagination, no passion; yet, it accomplishes the task at hand by bringing in just the right change in its *apparent* design in order to make it more fit to adapt to a given environment.

From our viewpoint of anthropocentric preoccupation, another question naturally arises, "How and when our humankind appeared on the face of the Earth?" Depending on your faith, meaning if you are a believer of one of the world religions, or instead have a rational, secular and scientific orientation of thoughts and behavior, the answers would vary widely. If you are a believer of the Judeo-Christian-Islamic doctrine of Genesis, you would proclaim that the

God of Abraham designed and created the entire world, the limitless universe, for that matter (exact specifics are not available), in six days and consecrated the seventh day (may be this is the reason why the number seven is so prevalent in our consciousness) after giving mankind His first commandment, "Be fruitful and multiply." Of course, you are not suppose to wonder why it took *six full* days for the *omnipotent* God (why not an instant, or may be in God's term six human days constitute an instant for Him) to make his wonderful creation. As expected, to God's own satisfaction it turned out to be "very good." He then appointed Man as his agent on Earth as the sole controller of all living and nonliving things. But pretty soon the mankind, by its natural inclination for sin corrupted the Earth and that made the short-tempered malevolent God very angry (not an ideal role model, was He?), and He sent a huge deluge (mother of all natural calamities) to destroy the mankind, but saving the only righteous person, Noah and his family. Noah had just enough time, by God's grace, to build an enormous ship and to get his family and one pair of each land-roving animal aboard the ship (what happened to the plant lives, you wonder?). After the deluge only Noah's 'seed' repopulated the Earth. If you are a believer of the other major world religion, Hinduism, you would still believe in a supreme designer and creator of mankind and everything else on Earth. No doubt the details of the storyline would be somewhat different due to cultural differences in the capacity for imagination.

Both these versions of 'creation' have some problems because of their incongruity with the geophysical timeline. It would be an impossible claim for the biblical story to fit in anything later than 10000 years from now. The Hindus would possibly claim, as they usually do, that their version of the origin of mankind is very ancient, but still couldn't be more than 20000 years max. There is a minority position that some extraterrestrial advanced civilization shipped out 'human' embryos from their laboratories and implanted them in women's wombs. The rationality of this view, if there is any, is similar to that of the neo-religious Intelligent Design theory, arguing that construction of the exquisitely marvelous and unfathomably complex human body and its integral functions requires a designer with supreme intelligence which is unavailable on the surface of the Earth.

More and more, highly educated and rational people, however, favor an alternate version of the narrative related to the origin of mankind, the Darwinian Theory of Evolution and Natural Selection. According to that view, the human beings did not descend on Earth in their present form, fully equipped with intelligence and capacity for gossip and incessant texting about trivial things. Instead, they evolved meaning, changed a bit by bit, from an ancestral version, literally by one molecule at a time, brick by brick, so to speak, from a humble origin of the first replicator, to build the present edifice of all living things. The recent advancements in molecular biology and genetics can now affirm, with the use of the molecular clock, that the beginning of life on Earth was around 350 billion years ago.

I assume that the readership of this high-standard magazine is educated and sophisticated enough to know about the Darwinian Evolution, at least in a nutshell, unless you are from states like Kentucky or Kansas in the USA, where teaching of evolutionary theory to

school children is virtually forbidden. On the other hand the theory has the great propensity for being misunderstood as a result of earlier misadventure with social Darwinism which championed Spencer's 'survival of the fittest' slogan and endorsed the practice of eugenics to construct 'ideal' human societies devoid of diseased, aged and dimwitted people. Another problem is that the theory sometimes is incompletely understood with great degree of over-confidence. In the words of Noble Laureate Jacques Monod, "A curious aspect of the theory of evolution is that everybody thinks he understands it." For all this misunderstanding, let me briefly reiterate some of the most essential features of the theory.

The biologic evolution is a self-perpetuated, or rather, an automatic process which started when the first life, as a replicator, emerged from the so-called primeval soup. The replicator and its subsequent generations of progenies carried on the unending urge to make copies of them. However, the new copies were not always picture perfect like exact photocopies. The defective copies would have only a minor variation from the original, and would be called mutants. At the same time, the original replicators themselves facing challenges from the ever-changing environment where they were located, either had to adapt to the new environment or fail to survive meaning, to go extinct. There evolved the strategy of making random variation in the progenies with the 'hope', anthropocentrically speaking, that one of the offspring with a particular variation might survive the new environmental challenge, and in time would replicate to produce fertile offspring so that life's eternal mission would be fulfilled. In other words, certain fortuitous, nevertheless random variations would enable one of the progenies to get 'selected', by whom, but Nature, of course, and to pass on that the new information of successful variance to its own progeny. This is the essence of Natural Selection.

This brings up an important point: each biologic entity on this planet must have a 'successful' parent, in the evolutionary sense, to make its own existence possible. Each individual organism is built according to a rigid specification, a blue print, an elaborate instruction manual, a recipe, which is passed on from one generation to the next. This instruction manual is called the genome of that particular organism. The entire genome is an aggregate of sub-units called, genes, each of which carries an instruction sheet of how to make a particular protein molecule.

The parents contribute a single germ cell, a sperm for male and ova for female, each carrying its entire distinctive genomic profile (nearly 100000 genes in humans). When these germ cells unite or fertilize to form a single cell once again, it carries the genomic information from both parents. So, what passes on from generation to generation is only this genetic how-to information. The individual organism, the so called phenotype, is a mere carrier or vehicle for the genes (genotype). The evolutionary change that takes place in an organism of a particular lineage occurs *only* at the level of the genes. In other words, *the natural selection works only on the mutations (genotype) not on the phenotype or the organism itself.*

Other important consideration in this regard is that mutations are random processes that are not directed towards any particular end. The so called selection of a particular muta-

tion, however, is non-random because it yields to a particular benefit to the genotype and consequently to its phenotype for its biologic success. The modified information thus encoded in the genetic script will remain to be put into action depending on the environmental input through various means including epigenetic mechanisms (without changing DNA). These individual components (genes), their function, and in turn the entire organism, change or evolve step by step based on contingencies (selection pressures) solving one problem at a time.

The recent discovery of the fossil of a fish, Tiktaalik (named by the elders in Nunavut, Canada, where it was found) which in its time walked on the land on its two 'hands', provides a hard evidence of how species evolved. There were remarkable similarities in the bone structures in Tiktaalik, human, theropod dinosaurs, birds, seals, lizards, penguins and hump-back whales; all these widely diverse species have two bones, radius and ulna in their fore-arms. The bodies of these creatures are often simpler versions of ours. This points to an important feature in evolutionary biology: evolutionary changes are cumulative; they work by keeping the 'original design', but modifying enough to adapt to the existing environmental demand (selection pressure). For example, a fish's gill structure, known as branchial arches and their individual arterial and nerve supply were modified over millions of years to some important components in the present day human anatomy. I may say that I have an inner ape, an inner fish or bat or a dandelion. We not only harbor countless ancestral structural vestiges in the states of various degrees of modifications, but also some ancestral quirks in our behavior. In the words of the celebrated primatologist, Franz de Waal, "[W]e are biologically indistinguishable from the other great apes, and share a common ancestor with chimpanzees and bonobos dating from only about six or seven million years ago—a mere eye blink in evolutionary time."

Insights arising from the deeper understanding of evolutionary biology are prompting in the emergence of a new branch in medicine known as, Evolutionary Medicine or Darwinian Medicine. It does not change anything in the way the traditional medicine is learned or practiced, but adds an extra dimension in the understanding of the causality of diseases, and by that way helps to extend the health-span and consequent improvement in lifespan and in delaying senescence. Darwinian medicine recognizes that human beings are a sort of machines with an *apparent* design set out around 2 million years ago, based on our ancestral hunter-gatherer (marathon man) lifestyle. It consisted of bundles of compromises shaped by natural selection to *maximize reproduction, not health*." It also recognizes that biological evolution is "much slower than cultural changes," and many of the present day diseases are results of mismatch of our bodies to the modern environment. In a very similar way, "pathogens evolve much faster than we do, so infection is inevitable". It should be understood that every disease has two forms of causality. One is the proximate cause, an answer to a 'how' question (how one gets diabetes, for example)—the pathophysiology and mechanism of the disease process. The traditional medicine dwells primarily on this form of causality. The second form of causality is an answer to a 'why' question (why people become obese, for example) that looks for an evolutionary explanation. In this way, evolutionary medicine tries to find answers to multitudes of 'diseases of civilization' such as, obesity, diabetes, heart disease, antibiotic-

resistant infections, autoimmune diseases, to name only a few.

Before concluding, I would like to briefly address just one of the very prevalent diseases of civilization, the metabolic syndrome, to which our South Asian populations are noticeably vulnerable. The hallmarks of the syndrome are obesity, type2 diabetes, insulin resistance, hyperinsulinism, atherosclerotic heart disease. The evolutionary cause of this syndrome is a mismatch between our inherited marathon man body/physiology and the modern lifestyle of consuming far too excess energy (calorie) coupled with miniscule of vigorous physical activity. As we are incapable of running the evolutionary clock any faster, our only option is to redesign our lifestyle by emulating that of marathon man. That means, we got to run as much as possible, whenever possible; alternatively, hike, walk long distances, bike, and swim, play soccer/tennis, any physically strenuous sports as often as possible. In terms of food intake, the options are much easier.

Marathon man was an omnivore (he did not have the availability nor need for nutritional supplements), and his usual meal sizes, out of necessity, were definitely not enormous (like what you consume at the 'All you can eat' joints and 15 course buffet restaurants, or in community feasts at social gatherings, or in the funeral reception of your friend who had died from overeating). Of course, marathon man occasionally had big meals after successful hunts, but also, occasionally he had to go on fasting till the next meal was available. This has a strange parallel with the life styles of Buddhist monks and samanas (remember, Hesse's Siddhartha—whose power came from being able to think, to wait, to fast?). These cycles of normal eating/occasional feasting and fasting could be easily implemented in our life styles.

In the last decade or so, a plethora of valuable data from animal experiments (on rats, mice and primates) and limited study on humans attest to the potentials for the remarkable benefits from the use of intermittent fasting regimes (usually amounts to alternate days of 20 to 22 hours of fasting—from 2200 hours previous night to 1800 hours next day). The regime works like magic in reversing hyperinsulinism and insulin resistance, in inducing moderate to significant weight loss (depending on the baseline BMI), in lowering BP and serum lipids. I can vouch from my personal experience that the hunger and overeating on the fed or eating days could be easily overcome with little self discipline.

You may ask what's next for Darwinian medicine. I would hazard a guess that in the next couple of years, pressures would mount on the medical educators to incorporate evolutionary medicine in the medical curriculum. The practicing physicians would be persuaded to update their knowledge in evolutionary biology and to gain familiarity with evolutionary medicine so that patients would derive benefits from more accurate diagnosis and treatments.

—Samir Bhattacharya

Maples

APNA BAZAAR

◆◆◆ *An East Indian Store* ◆◆◆

ONE STOP SHOPPING CENTRE
FOR ALL TYPES OF EAST INDIAN NEEDS

Groceries • Frozen Foods • Fresh Vegetables • Kitchen Utensils
All Types of Indian Spices
CDs and Many More ...

Come & Enjoy shopping at an Indian Bazaar!
- a place where you can fulfill all your ethnic needs and tastes.

WE ARE LOCATED AT 1277 JEFFERSON AVENUE, GARDEN MARKET (IGA MARKET),
AT THE CORNER OF ADSUM AND JEFFERSON



Happy Durga Puja



MEGHNA GROCERY & VIDEO

We sell Bangladeshi, Pakistani, Indian, Sri Lankan Arabian, Middle Eastern Groceries at unbelievable prices. Including snacks, sweets, wide selection of rice, flour, lentils, imported fishes. All varieties of hand slaughtered Halal meat and poultry.

We also offer video rentals of Bangladeshi, Pakistani and Indian movies and TV Dramas.

with a commitment to quality, customer satisfaction and price

1741 Pembina Hwy. Store Hours
Winnipeg
(204) 261-4222

Mon to Sat 10:00 am
to 8:00 pm
Sunday 11am - 7pm

Pembina Hwy

STORE

Value
Village

Bishop Grandin

Calling of the Sea

The ship must let go the shore,
If it wants to sail to sea;
Illusions of certainty and security
Of the harbor, must cease to be.

The pain of separation will hurt,
Till you get wind on your sail
In the open sea, and attachments
Will be distant memories without fail.

Free at last, as always, forever,
But must let go the selfsame—
That last line can pull you back
Again, and spoil your endgame.

You create your love, happiness;
Miseries, hate and despair—
Nothing is for real, but imagery burden;
In the open sea sure to disappear.

Let it go, let it go, let it go
That's the song of austerity
In the sounds of wave crushing,
Wind rushing, leading you to eternity.

The calling of the sea is a siren song;
Once you've heard it you're doomed.
The deep sea, where all rivers find peace
Will draw you incessantly, to its tomb.

—Samir Bhattacharya

“Learn from yesterday, Live for today and Hope for tomorrow.”

— Albert Einstein

WORLD'S LONGEST AND FINEST

Basmati Rice

make every meal a celebration



NATURAL AROMA
SUPERB TASTE

EXCELLENT COOKING
QUALITY FOR
BIRYANI & PULAO

Available at participating Indian and Mid Eastern Grocery Stores

Imported & Distributed by 4S Food Importing Corp. | Tel / Fax: (204) 275-0867 | Cell: (204) 294-4830

Moving in North America

Moving in North America seems very common. People move. In India I stayed in one house for 20 years. But here in Canada I have moved 6 times in last five years and now I am moving again. I am a moving expert. I know exactly what needs to be done to move.

When I came to Canada in 2002, I stayed in a basement room with a Punjabi roommate. We stayed in that house for 1 month. The reason we gave ourselves for moving was that it was depressing living in a basement. It was depressing though. So we both decided to move. I moved with a Tamil roommate and stayed with her for 6 months. Not bad eh! We started having some problems which seemed very big 5 years back. Now when I look back I feel that I could have adjusted a little bit more and would have avoided moving. Oh yeah where did I go is the next question. I went back to stay in a basement again. But this time I had a separate kitchen. It was a small bachelor suit, which I loved the most. I even today miss that place. I stayed there for only 3 months. That was my bad luck that I had to leave that place. In my field of study I don't have classes in summer. So I had 3 months summer break and I decided to go to India to visit my parents for 3 months. I was not very rich and to keep the place, I had no extra money. I did not want to pay the rent for 3 months. Instead I used that money to buy my ticket to India. This is how I left that place.

When I came back, I had to look for another place again. This was my forth moving. This time I decided to stay with a Chinese girl and had an interesting experience with Chinese life style. Those days were fun. The smell of boiled noodles with octopus, my god, I can't think of now. I dint stay long with her too. I was with her for 7 months. I used to stay in the living room and she stayed in the bedroom. Eventually she started invading into my privacy and I decided to move again.

By this time I had stayed with almost all kinds of Asians. So I decided to try a Canadian. I found a place where I had my own room, above ground. This was most amazing experience of my life. I had found world's best roommate this time. We got along very well. I stayed with her for 11 months. I know now you might be wondering then why I moved again. This time it was for genuine reasons. I found my life partner and we got married.

But after this time, moving became easier on me. As my husband always did the tougher part of the move. We moved together into a new apartment. We stayed in that place for 1 and half year and we moved again. This time it was for better reasons. We bought a house. Now we have stayed in our first house for 11 months and we have decided to move again. It is painful. I am going to miss my home again. Every time you have to feel bad for all those good and bad memories you had with the existing place. Oh yeah, I forgot to mention that we are moving this time because my dear husband got his first Canadian job in a different province and we are moving there. We have to sell our house and sell all our furniture which we have collected over time. That is why I decided to write my emotions related to moving. It is emotionally distressing every time you move. First you have to find people who can help you in mov-

ing. The more time you move even friends are tired of helping you. You have to make sure you arrange for a vehicle to move big stuff. Then you have to finish all your groceries. The worst part is cleaning the place for next person who would move in.

When I write this story, we sold our present house in Fort Richmond area and we are preparing ourself to move into our new house in South-Pointe. This is the first time after so many movings that I am going to enjoy the smell of brand new paint and wood. But how long to enjoy that, I have no idea or clue. For some people, M stands for mothers, for me, it is movers and shakers.

This was my story and feelings about moving. I hate moving but I cant avoid it. And this will go on and on. This is life in North America...

—Prachi Dey

Did You Know?

1. It wasn't until 2010 that Neptune finally orbited our Sun once.
2. Jupiter is so big that all our planets could fit in it.
3. The sun is so big that over a million earths could fit in it.
4. Saturn is the lightest planet, if you find a bath tub that's big enough to fit Saturn, and fill it up with water; it would float to the top.
5. Snakes sleep with their eyes open.
6. Horses don't have teeth at the back of their mouth.
7. Sword fish swim on their back.
8. Panda bears have 42 teeth and they protect themselves by climbing on trees.
9. Black widow spiders eat their own babies.
10. More than half the bones in your body are in your hands and your feet.
11. Everybody is colour blind at birth.
12. Each cell in your body has an estimated 6 to 8 feet of DNA.
13. Food will get to your stomach, even if you are standing on your head.
14. Territory of Nunavut covers about 1/5th of Canada.
15. Lake Winnipeg is the 14th largest lake in the world.
16. Manitoba's boreal forest is 570,000 square km - it is bigger than France.
17. Basket ball was invented in 1891 by James Naismith a Canadian teacher to occupy his students.
18. Distance between Winnipeg and Delhi is 11,300km approximately.
19. The world heritage site, the temple of Angkor Wat (in Cambodia) was built on a large swamp.

—Compiled By Ayusha and Anish Pandey

BICHITRA MEMBER DIRECTORY

Sr. No.	Surname	First Name	Spouse	Children	Address	Postal Code	Phone
1	Adhikari	Prasant			63 Baldry Bay	R3T 3C5	269-1468
2	Aggarwal	Rajesh	Anju	Shivani, Chiraag	7 Wallingford Crescent	R3P 1M1	220-0464
3	Alam	Ashraful	Jesmen	Tanvwer	77 Langley Bay	R3T 6C8	269-5544
4	Bagchi	Ashim	Rushita	— 642	8-315 Marion Street Herbert Ave	R2H 0V1	296-5859
5	Bal	Makhan	Krishna	Shivani, Shibashis, Shomit	145 Edward Ave. East	R2C 0V9	222-3993
6	Bal	Shivani	Siddharaj				
7	Banerji	Ashish	Debjani	Kunal, Otto	6 Elk Place	R7B 3B7	571-0859
8	Basu	Saibal	Sujata	Sachin, Snehel	56 Raphael Street	R3T 2R4	275-5606
9	Bhatt	Suresh	Radha		40-99 Keslar Road		417-9120
10	Bhatta	Shapath ✓	Mousumi	Prothoma —	302-250 Colony 1067 Parker	R3C 3L8	772-6812
11	Bhattacharya	Samir			104 - 45 Leveque Street	R2J 1N3	254-7826
12	Biswas	Shibdas	Sumita	Papiya, Mahua	605-1710 Portage Ave.	R3J 0E2	257-7952
13	Banik	Surjya	Mitali	Anannya, Upama	1344 Lee Blvd.	R3T 6E2	221-9692
14	Bhattacharyya	Sudipa			606-11 Evergreen Place	R3L 2T9	421-0993
15	Chand	Jagdish	Kumud	Prakash, Sipra	1844 Chancellor Drive	R3T 4H5	261-1307
16	Chakraborty	Arup	Soma	Abhishek, Anushka	50 Chaldecott Cove	R3T 5C6	275-3434
17	Chakrabarti	Jaydip	Mou	Shayak, Stavan	648 Scurfield Blvd.	R3Y 1T2	417-3970
18	Chakraborty	Raja			501-765 Notre Dam Ave	R3E 0M2	955-6097
19	Chowdhury	Biswajit			318-765 Notre Dam Ave	R3E 0M2	960-1982
20	Das	Radha M.	Subha	Ratna	67 McGill Place	R3T 2Y6	269-7249
21	Das ✓	Dip Kumar ✓	Srabani ✓	Subarna	107-175 Pulberry Street	R2M 3X6	298-4005 ✓
22	Deb	Apurba	Lipi	Mrittika, Monika	225-99 Dalhousie Dr	R3T 3M2	417-1798
23	Dey	Asit	Prachi	Ryma	2 Brookstone Place	R3Y 0C4	219-8969
24	Dharchowdhury	Parnali —	Debjit		400-1833 Pembina Hwy	R3T 3X8	290-4723 —
25	Dhadral	Lily	Suraj Kumar	Ishan, Gunjita	168 Havelock Ave	R2M 1H7	415-6441
26	Debnath	Pranab			140 Wayfield Drive	R3T 6C9	275 6882
27	Fonseca	Rory			78 Thatcher Drive	R3T 2L5	269-4937
28	Ghosh	Chitta	Archana	Niel, Rita, Sudeshna	631 Grierson Ave	R3T 2S3	261-3557
29	Ghosh	Prabal	Swati	Celina	1151 Fairfield Ave	R3T 2R3	269-3075
30	Ghosh	Subhankar			1044 Dudley Ave	R3M 1S7	219-8969
31	Guha	Gautam ✓	Swapna	Medha —	118 Lake Lindero Road —	R3T 4P3	269-1158 —
32	Guha	Tuhin	Munmun		35-59 University Crescent	R3T 2N5	509-1171 —
33	Ganguli	Rina					
34	Lahari	Triparna			7 Acadia Bay ✓	R3T 3J1	963-2946 ✓
35	Malakar	Kamal	Baljit K.	Sarmila	1614 Chancellor Drive	R3T 4B9	261-7010
36	Mallick	Kiron	Laksmi	Tulip, Andrew	18 Driftwood Bay	R2J 3P9	257-3351

37	Mandal	Bibhuti			10-722 Furby Street	R2B 2W3	783-2292
38	Mandal	Saumen ✓	Shampa	Arnab, Sourav	404 Kirkbridge Drive	R3T 5R4	261-8645
39	Majumdar	Pijush ✓	Arpita ✓		71 Augusta Dr.	R3T 4N6	294-6700
40	Mitra	Prabir	Kalpna	Bobby, Debbie	62 Bethune Way	R2M 5J3	256-0081
41	Mukerji	Ayan	Shruti	Ayshani ✓	123 St. Michael Rd.	R2M 2K7	999-3382
42	Mukherjee	Shalini			7-1515 Pembina Hwy	R3T 2E4	952-9869
43	Mukherjee	Kajal ✓	Krishna	✓	1201-253 Edgeland Blvd	R3T 5T1	487-1820 ✓
44	Mukherjee	Debasish	Ta-nushree	Gaurabh	654 Park Ave, Beausejour	R0E 0C0	268-1593
45	Pal Chowdhury	Kiriti	Srabani	Teena	3 Celtic Bay	R3T 2W8	261-9527
46	Pandey	Anita	Ajay	Ayusha, Anish	7 Marvan Cove	R2N 0C7	453-2282
47	Roy	Gaurisankar	Ratna	Neilloy, Rajarshi	35 East Lake Drive	R3T 4T5	261-0672
48	Roy	Pranab	Manju	Rupa, Ronjan	59 St. Michael Rd.	R2M 2K7	257-6601
49	Roy	Dimple	Nigel		61 Inkster Blvd.	R2W 0J3	282-1750
50	Roychowdhury	Karabi	Subir	Austin	302 Mandalay Drive	R2P 1K2	221-6951
51	Saha	Bhaskar	Mimi	Anindo ✓	14 Kennington Bay	R2N 2L4	284-0834 ✓
52	Sarkar	Ashok	Tuntun	Rahul, Rinku	6-460 Lindenwoods Dr.W.	R3P 0Y1	488-6643
53	Sarkar	Joykrishna	Debjani	Joshita	316-765 Notre Dame	R3E 0M2	219-5510
54	Selvanathan	Nandita	Murugan	Ashish, Anurag	289 Bowman Ave.	R2K 1P1	942-3261
55	Shome	Subhrakam	Jaba	Devarshi, Tanajee	10 Celtic Bay	R3T 2W9	261-6348
56	Sinha	Ranen	Luella	Mala, Jay	582 Queenston Street	R3N 0X3	489-8635
57	Sinha	Sachidananda	Meera	Sunil, Samir	116 Victoria Cres.	R2M 1X4	253-9921

Rayan = 890-5120 Acknowledgments

Our sincere thanks to:

1. The Hindu Society of Manitoba for providing the temple facilities for Durga Puja.
2. Mr. Venkata Machiraju for performing Puja on each day.
3. All advertisers for their support.
4. All volunteers who kindly came forward to help in different Durga Puja activities.
5. All those who contributed their literary work and artwork to this year's publication.
6. The members of Bichitra for their participation and generous donations.

Executive Committee 2010-2011

President.....	Sumita Biswas
Vice-President.....	Bhaskar Saha
General Secretary.....	Arup Chakraborty
Treasurer.....	Ajay Pandey
Food Secretary.....	Karabi Roy Chowdhury
Cultural Secretary.....	Bibhuti Mandal
Publication Secretary.....	Neillooy Roy
Member-At-Large.....	Ashim Bagchi
Member-At-Large.....	Radha M. Das

Puja Committee 2011

Chairperson.....	Asit Dey
Priest.....	Venkata Machiraju
Puja Arrangements.....	Manju Roy/Mimi Saha/Soma Chackraborty/ Sumita Sharma Acharya/ Nilima Saha, Shilpa Rajguru/Karabi Roy Chodhury/Shraboni Das/Mousumi Bhatto
Bhog.....	Prachi Dey/Shraboni Das/Anita Pandey/ Karabi Roy Chowdhury/Swati Ghosh/Rina Ganguly
Food Committee.....	Karabi Roy Chowdhury/Prachi Dey/Shraboni Das/Tuntun Sarkar/Soma Chackraborty/ Sumita Sharma Acharya
Puja Supplies.....	Asit Dey/Bhaskar Saha/Arup Chackraborty/ Ratan Sharma Acharya/Gaurav Bankar/Dip Das/Subir Roy Chowdhury/ Abhijit Chowd- hury /Pijush Majumdar
Puja Collections.....	Ashok Sarkar/Ajay Pandey/and Prachi Dey / Arup Chackraborty
Decorations.....	Triparna Lahari/Subhankar Ghosh/ Ranajn Saha
Cultural & Entertainment	Parnail Dhar Chowdhury

Advertisement Index

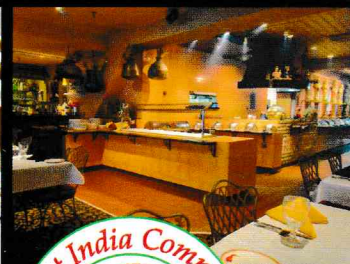
Didar Grocery Mart.....	Pg.11
A Taste of India.....	Pg.13
Choice Travels and Tours.....	Pg.14
PrintPro	Pg.19
Dillion's Driving School.....	Pg.25
India Spice House.....	Pg.30
New Delhi Jewellers & Goldmark	Pg.32
Sahara Travels and Tours.....	Pg.36
Shawn Sommers Realtor.....	Pg.38
B. Kumaril Financial Services.....	Pg.42
Raj Jewellers.....	Pg.42
Apna Bazaar.....	Pg.49
Meghna Grocery and Video.....	Pg.49
404-Basmati Rice.....	Pg.51
East India Company.....	Back Cover-Inside
Aman Rai Realtor.....	Back Cover-Outside





East India Company sets the Standard for Excellence

Thirty-nine years ago Mrs. Usha Mehra brought her passion for Indian cuisine to Canada. She founded the first North Indian restaurant in Winnipeg, featuring all of her own original recipes. Today, Kamal and Sudha Mehra are joined by their children at The East India Company Restaurant. Classical Indian flavours are presented with a contemporary flair amidst centuries old Indian wood carvings, paintings and intricate tapestries; The Mehra's would like to invite you to experience the dynamic essence that India is known for.



"This is the loveliest of all the curry houses in Winnipeg. One of only 81 restaurants in all of Canada with a 'Good Buy' rating". - *Anne Hardy, Where to Eat in Canada, 2008-09*

"Best Ethnic Restaurant". - *Uptown Magazine, 2009*

Winnipeg's only 20 ★ Restaurant (5 stars in each of 4 categories). - *Marion Warhaft, Winnipeg Free Press*

Wedding and special event catering available.



PUB & EATERY

Winnipeg - 349 York Ave.
(204) 947-3097

Ottawa - 210 Somerset St. West
(613) 567-4634

www.eastindiaco.com

THINKING OF SELLING OR BUYING A PROPERTY ?

**GIVE ME A CALL !
I want your Business**

Specializes in Residential Real Estate.

All the private information is kept confidential.
I provide honest, friendly and professional service
Services provided in English, Hindi and Punjabi
Receive up to \$1000 when you hire me as your
Seller's & Buyer's Agent



**Call me or log on www.AmanRai.com
for FREE Home Evaluation !**

**AMAN RAI (I Win By Helping You)
Office 989-6900
Cell 770-8824**

**www.AmanRai.com
amanraisold@gmail.com**

ROYAL LePAGE

Helping *you* is what we do.